# স্ত্রীমঠ

## শ্রী সারদা আশ্রম,
## নিউ আলিপুর

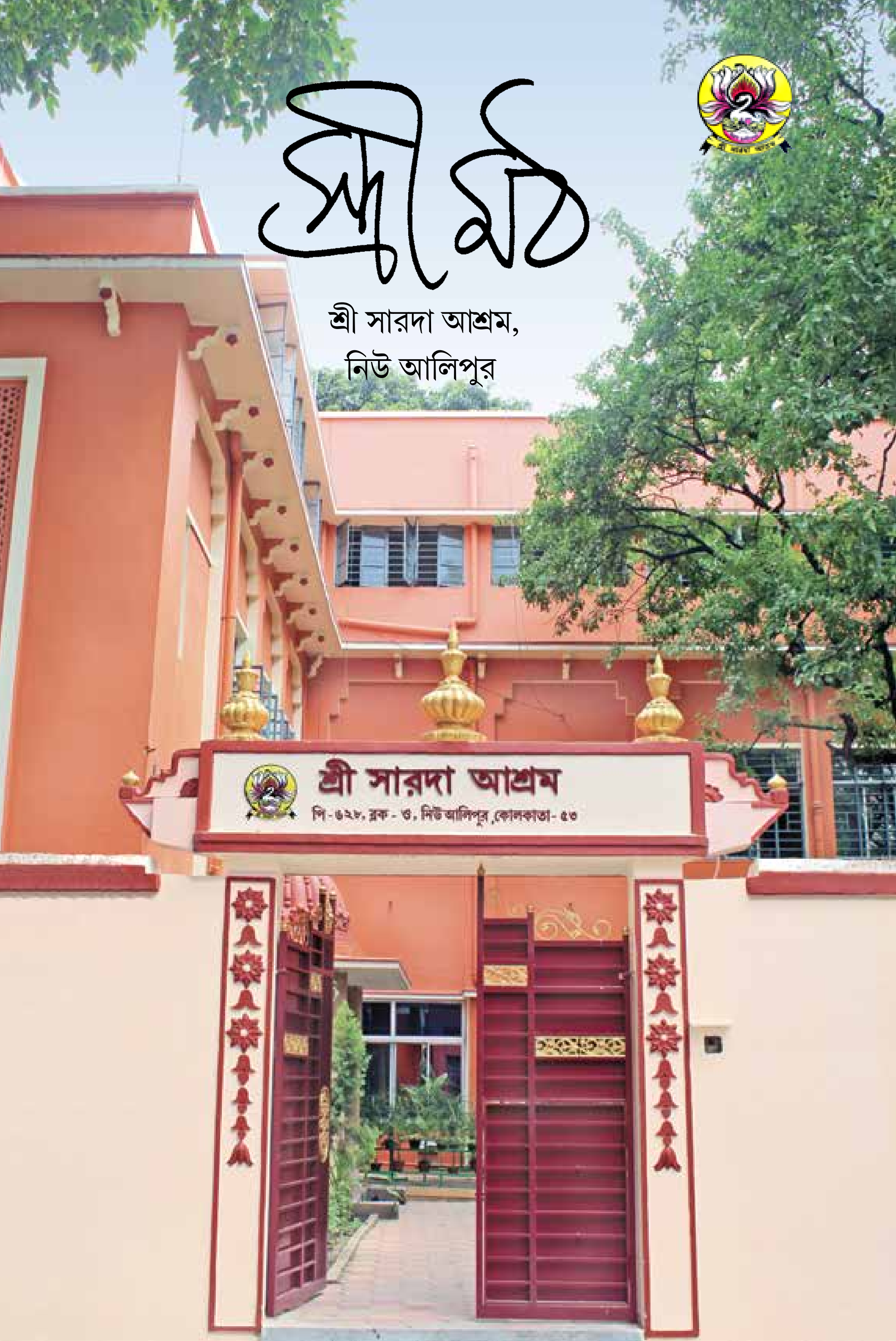

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীসারদা মা

স্বামী বিবেকানন্দ

# স্ত্রীমঠ

শ্রী সারদা আশ্রম
নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৫৩

প্রকাশিকা
প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা

সম্পাদিকা
শ্রী সারদা আশ্রম
পি - ৬১৫, ও ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩
ই-মেল: sree.ashm@gmail.com

প্রকাশকাল
মহালয়া, ৮ই অক্টোবর ২০১৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
প্যারাডাইস প্রিন্টিং এন্টারপ্রাইজ
১৮/৬, অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, কলকাতা ৯০
দূরভাষ ঃ ৯৮৩৬৫ ৮৫৩৭৫

মূল্য
৫০ টাকা

# প্রকাশিকার নিবেদন

মনের কোণে বার বার ডাক দিয়ে ফেরে, 'কিভাবে গড়ে উঠল— 'শ্রী সারদা আশ্রম'! কি তার ইতিহাস? আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন লেখা হয় ১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর। আশ্রম প্রাচীনাদের কাছে অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা। ঠিক উত্তর যেন হয় না, মনে হয় এখানেই শেষ না— আরো যেন কিছু না বলা থেকে গেল। শুনেছি— 'ইতিহাস কথা বলে'— তারই অপেক্ষা। বিদ্যালয়ের চিলেকোঠার ঘরে তালা লাগানো ট্রাঙ্ক, ওখানে অনেক ট্রাঙ্ক, সবই খোলা হয়, গোছানো হয়— কিন্তু ১টি নির্দিষ্ট ট্রাঙ্ক সকলের অগোচরে থেকে যায়, নজর গেল ঐ বিশেষ ট্রাঙ্কটির প্রতি, আশ্রম মাতাজীদের কাছে জিজ্ঞাসার উত্তর আসে 'জানি না...'। দিনের পর দিন কৌতূহল বেড়ে চলে, হাত দেবার সাহস নেই। কেটে গেল ২০টি বছর...

সময় এল, তালা ভাঙা হল, লাল সালু মোড়া অতি সযত্নে রাখা, চারিদিক পার্সেল করার পদ্ধতিতে মোড়া ১টি প্যাকেট। খুবই মূল্যবান কিছু ভেবেই সারদাপ্রাণা মাতাজীর (রেবা দেবী) হাতে তুলে দেওয়া হল— প্যাকেট খোলার জন্য। মাতাজী বললেন— মাসীমা (মীরা দেবী), বাণীদির (বাণী দেবী) প্যাকেট।

তৎকালীন কার্য্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয়া চিত্রা বসু এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান পার্থসারথি বসু কিছু কিছু তথ্য তুলে নিয়ে লিখলেন 'অতীতের ঊষা' (স্বামীজীর ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্রিকায় প্রকাশিত)। তথ্যের প্রমাণসহ এই ছোট্ট পুস্তিকা (স্ত্রী মঠ) প্রকাশ করা হল। আশা করি এই পুস্তিকাটি শ্রী সারদা আশ্রমের জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থান পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জানতে সাহায্য করবে। পুস্তিকাটি শ্রী সারদা আশ্রমের ধারক ও বাহক— শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর চরণে নিবেদিত হল।

**RAMAKRISHNA MATH, COSSIPORE**

**90, Cossipore Road, Kolkata – 700 002**

(Sri Sri Ramakrishna Paramhansa Dev Sarani)

*The Cossipore Udyanbati*

Website: *www.rkmcudyanbati.org*
Phone: 2557-3605/ 2532-9348
Email: cossipore@rkmm.org

*Date: 28/08/2018*

## BENEDICTION

I am glad to know that Sree Sarada Ashrama was founded at 80/1A, Lansdowne Road, Kolkata by two blessed women, Mira Debi & Bani Debi, direct disciples of Sri Saradamoni Devi and were very close to Her. On Her wishes to improve the condition of women of our country in a organized way through education, the said Ashrama was established.

In course of time in the year 1956 Mira Debi & Bani Debi managed to purchase a plot of land at New Alipore 'O' Block for the Ashrama. After long struggle the said organization managed to construct a School Building in that plot with financial assistance from different sources.

The journey of Sree Sarada Ashrama Balika Bidyalaya was started with 45 students only now turned to a large institution with all modern amenities.

I wish and pray to the Holy Mother Sri Sarada Devi to give enough strength to the present organizing committee of the said Ashrama to continue the activities for the upliftment of the women of the society.

Swami Vagishananda

(Swami Vagishananda)

To
Prabrajika Dibyaprana
Sree Sarada Ashrama
P-615, Block 'O' New Alipore
Kolkata – 700 053

**Swami Vagishananda**

*Vice President, Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission*

# সূচিপত্র


■ স্ত্রী মঠ সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত ৬

■ মীরা দেবী, বাণী দেবী ও প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা (রেবা দেবী)-র ছবি ৭

■ সারদাপ্রাণা মাতাজীর ডায়েরী থেকে ৮

■ স্ত্রী মঠের বীজ বপন ৯

■ আরেকটু ফিরে দেখা ২৯

■ শ্রীসারদা আশ্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট: (সাল : ১৯৪৮ ইং) ৩১

■ শ্রীসারদা মহিলা আশ্রমের নিয়মাবলী:
(১৯৪৫ ইং - ১৯৪৮ ইং সালের মধ্যবর্তীকাল) ৩৩

■ 'অতীতের ঊষা'র পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ ইং - ১৯৫১ ইং
সালের কতিপয় সংগৃহীত তথ্য সংকলন ৪০

■ 'আপনি করিলে আপনার পূজা...'— স্বামী প্রভানন্দ ৪৯

■ শ্রীমতী চিন্ময়ী বসুর পত্র ৫৪

■ শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়— অতীত ও বর্তমান রূপ ৫৬

■ শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রদ্ধেয়া মীরাদেবী স্মরণে ৬৩

■ শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রদ্ধেয়া বাণীদেবী স্মরণে ৬৫

■ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের উদ্দেশ্যে মীরাদেবীর পথ নির্দেশ ৬৭

■ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাণীদেবীর মন্ত্রসম উক্তি ৬৮

■ ১৯৪৪ ইং থেকে ১৯৫৮ ইং পর্যায়ক্রমে পটভূমি পরিবর্তনের তালিকা ৬৯

■ অ্যালবাম : আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কয়েকটি দুর্লভ ছবি ৭০

# স্ত্রী মঠ সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত

বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাওয়া যায়, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। History repeats itself অর্থাৎ ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে কেন্দ্রস্বরূপা করে স্ত্রীমঠ আরম্ভ করে দিয়ে যাব। কালে ঐরূপ স্ত্রীমঠের উপকারিতা সকলে বুঝতে পারবে। তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যের সহায়ক হবে। এখানে ব্রহ্মচারিণী, সাধ্বী সব তৈরী হবে।

জগতের কোন মহৎ কার্যই Sacrifice (ত্যাগ) ছাড়া হয়নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে কালে এটি প্রকাণ্ড বটগাছ হবে?

যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে Centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান হবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রীমঠের সংস্রবে যতদিন থাকবে, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা মঠের ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার মেয়েদের অলঙ্কার হবে। দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হলে তবে তো দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। তাই বলি, মেয়ে-পুরুষে বাহ্যভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো স্ত্রীলোক তা হতে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েরা জেগে উঠবে, এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।

---

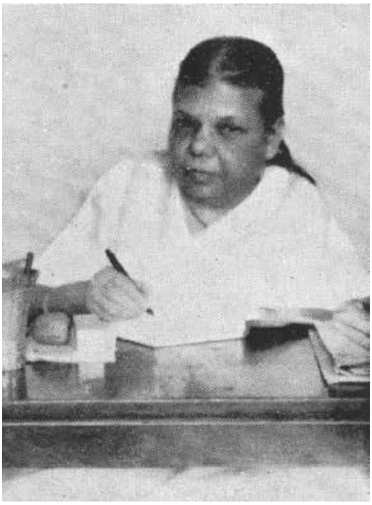

শ্রীশ্রীসারদা মায়ের শিষ্যা এবং সেবিকা (বাঁ দিক থেকে) মীরাদেবী ও বাণীদেবী, পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতায় নিউ আলিপুরে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী

প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা (রেবা দেবী)
শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা (১৯৬৬-১৯৯৪),
পরবর্তীকালে সম্পাদিকা

# সারদাপ্রাণা মাতাজীর ডায়েরী থেকে

মীরা মাসিমার (মীরাদেবী) ঘরে রাত ৯টার সময় 'ভারতে বিবেকানন্দ' পাঠ হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে মাসীমা বললেন, "এখন লোকদের একটু বলবার প্রয়োজন হয়েছে। এতদিন মনে করতাম, কাজ নিজেদের করে যেতে হবে, লোককে বলে বেড়ানো বা লোক দেখানোর প্রয়োজন নেই কিন্তু এখন দেখছি আমরা যে কি করছি, ৩ লক্ষ টাকার অট্টালিকাই বা কেন উঠছে? নিজেদের জীবন তো যেকোন প্রকারেই চলে যেতো, অট্টালিকার প্রয়োজন ছিল না। তবে শরীরের রক্ত জল করে, ৩ লক্ষ টাকার এই অট্টালিকা ফাঁদা হচ্ছে কেন? বহু যুগ পরে আজ নারী স্বাধীনতার যুগ এসেছে, কাজেই নারীকে স্বাধীন পতাকা বহন করবার উপযুক্ত হতে হবে। মেয়েদের নিজের ক্ষমতায় তাদের সব কিছু তাদের নিজেদের করতে হবে তবে তো তাদের শক্তির স্ফূরণ হবে।"

---

# স্ত্রী মঠের বীজ বপন

## অতীতের ঊষা

### পার্থসারথি বসু

**১৯৪৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর,** শীতের এক পড়ন্ত বিকেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চললেও তার গতিপ্রকৃতি এক রকম নির্ধারিতই বলা যায়। যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় ভারতে ইংরেজের সেই আগের জোরও আর নেই। পটভূমি উত্তর কলকাতার এক সংকীর্ণ রাস্তা বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের উনিশ নম্বর বাড়ি। সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে জীর্ণ দোতলা বাড়ি, তিনতলায় শুধু একটি টিনের চালার ঘর। স্যাঁতস্যাঁতে, কলতলায় শ্যাওলা ভর্তি, একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। বাড়ির একতলায় দিনের বেলাতেই ঠিক মতো আলো ঢুকতে পারে না। সেখানেই থাকে মেয়েদের একটি ছোটখাট দল। একসঙ্গে থাকা, খাওয়া, পড়াশুনো। নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় নিজেদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা। এদের মধ্যমণি আশারাণী— শান্ত, কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্ব। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের অতি কাছের 'দিদিভাই'। দিনটি ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রী সারদা দেবীর জন্মদিন। ত্যাগ, সংযম ও সেবার ভিত্তিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা ও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরও নারী কর্মী প্রস্তুত করার জন্য সে দিন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে সহ অনুভূতি সম্পন্ন কয়েকজন বসলেন নিজেদের মধ্যে আহুত এক সভায়। **সে দিনের সেই প্রথম সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন আশারাণী মুখোপাধ্যায়, শতদল ঘোষ, তরুলতা মুখোপাধ্যায়, সুধাময়ী সেনগুপ্ত, প্রমীলা বসু, হেমপ্রভা দেবী, রমলা চক্রবর্তী, কল্পনা ঘোষ ও শান্তিরাণী দেবী। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করলেন শ্রীমতী শতদল ঘোষ। আনুষ্ঠানিক ভাবে তৈরি হল "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী ছাত্রীনিবাস"।** বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের জীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িটি সাক্ষী হয়ে রইল সুদূরপ্রসারী এক দীর্ঘ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপের। বোধ হয় এই ভাবধারায় প্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বলনের সব পটভূমিই এমন প্রায়ান্ধকার জরাজীর্ণ বাড়ি, তা সে বরানগরে মুন্সীদের সেই দোতলা পোড়ো বাড়িই হোক অথবা বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ি।

বসিরহাটের খ্রীষ্টান মিশনারি স্কুলের কৃতী ছাত্রী আশারাণীর পিতা প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান দেশসেবক। পেশায় আইনজীবি, কিন্তু কলকাতার আলিপুর ও পরে বসিরহাটে ওকালতি করা জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী প্রফুল্লবাবু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী হিসাবে বেশি পরিচিত। **টাকীতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আশ্রম প্রতিষ্ঠায় প্রফুল্লনাথ ছিলেন অগ্রণী।** পনেরো বছর বয়সে আশারাণীর বিয়ে হয় এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মুখোপাধ্যায় পরিবারে কিন্তু কিছু দিন পরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে

তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) দর্শনলাভে ধন্য, স্বামীজির স্নেহের 'কালীকেষ্ট' স্বামী বিরজানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত আশারাণীর মনে তখন থেকেই আশ্রমজীবন যাপনের তীব্র ইচ্ছা। ইতিমধ্যে পড়েছেন স্বামীজির আর এক বিখ্যাত গৃহী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবল ভাবে বলেছেন মেয়েদের জন্য স্ত্রী মঠ স্থাপনের কথা— ''মা কে কেন্দ্রস্থানীয়া করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে (বেলুড় মঠে) যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরি হবে ওপারের মেয়েদের মধ্যেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরি হবে।'' এই রকম আশ্রমবাসে থেকে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক কয়েকজন মেয়ের অভিভাবকত্বের জন্য প্রফুল্লনাথকে অনুরোধ করলেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী অভিন্নানন্দ ও স্বামী নিরন্তরানন্দ প্রভৃতি। স্ত্রী হেমপ্রভা ও নিজের দুই মেয়েকে নিয়ে আশ্রমের কাছেই একটি বাড়িতে বাস করতে শুরু করলেন প্রফুল্লনাথ অন্য মেয়েদের সঙ্গে। বাবা, মা ও বোনেদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন আশারাণী। টাকীর সেই বাড়িতে সকাল-সন্ধে ভজন, জপ, ধ্যান ও পড়াশুনোর পাশাপাশি রান্না, গৃহস্থলির কাজকর্ম ছাড়াও খেলাধুলো, বাগান করা, সবই করত মেয়েরা। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা টাকী এলে অধিকাংশই মেয়েদের এই প্রয়াস দেখতে আসতেন অতএব বরাবরই সাধুসঙ্গ ও আশ্রমজীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশের সুযোগ ঘটত।

১৯৪২ সালে আশারাণী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছর মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে সপরিবারে চলে গেলেন গোবরডাঙায়। টাকীর বাড়িতে রয়ে গেলেন বাকিরা। অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে আশারাণীর বেশি দিন গোবরডাঙায় থাকা হয়নি। পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্য এবার পাকাপাকি ভাবে চলে এলেন কলকাতায়। ১৯৪৪ সালে আই এ পরীক্ষায় পাশ করলেন ভালো ভাবেই। ওই বছর পরীক্ষার পর কাশী বেড়াতে গিয়ে পুণ্য সঙ্গ লাভ করলেন স্বামীজির আর এক সেবাব্রতী শিষ্য কেদারবাবার (স্বামী অচলানন্দ) যিনি সাধন ভজনের জীবনে আশারাণীকে প্রভূত উৎসাহ দিলেন। সেখানেই সাক্ষাৎ হল সরলাদেবীর সঙ্গে। শ্রীশ্রীমায়ের শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গলাভে যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, সুধীরাদেবীর হাতে গড়া সরলা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। পরবর্তী কালে তাঁরা দুজন সারদা মঠে নেতৃত্ব দেবেন। সরলাদেবী সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

কাশী থেকে ফিরে শ্যামবাজারে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন আশারাণী। বি এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন উওমেনস্ কলেজে। অন্যান্য মেয়েরাও ধীরে ধীরে টাকী থেকে এসে তাদের দিদিভাইয়ের কাছে থাকতে শুরু করল। সে বছর দুর্গাপূজার আগে ছেড়ে দিতে হল শ্যামবাজারের বাড়ি। কোথায় যাবেন কোনও ঠিক নেই, সঙ্গে আরও মেয়েরা রয়েছে— খোঁজ পাওয়া গেল বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে একটি বাড়ি আছে। সদলবলে এসে উঠলেন সেখানেই। এর পর একটি **কিশলয় রোপণ**—

**সারদেশ্বরী ছাত্রীনিবাস— যা থেকে পরবর্তীকালে শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়াবে একটি নয়, দুটি বৃক্ষ।** [পৃষ্ঠা নং ৪০ (১, ২)]

**প্রথম সম্পাদিকা হলেন শ্রীমতি সুধাময়ী সেনগুপ্তা, সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী।** বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে ছোট্ট পরিসরেই থাকতেন সবাই মিলে। মেয়েদের পড়াশুনো ও আশ্রমজীবন যাপনের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল আশারাণীর। এই প্রস্তুতি যাতে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা আরও বড়ো কাজের সহায়ক হয়ে ওঠে। সঙ্গে পেলেন জেষ্ঠ্যা ভগ্নীসমা তরুলতাকে (পরবর্তীকালে প্রব্রাজিকা শুভাপ্রাণা) যিনি ছিলেন সকলের স্নেহময়ী অভিভাবিকার মতো।

সে সময়ে আশ্রমের মাসিক খরচ ছিল প্রায় ২৫০ টাকার মতো। নবনির্মিত সংগঠনের হিসেব নিয়মিত রাখা ও সেই হিসেব কোনও নামকরা হিসেব পরীক্ষক বা অডিটরকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া শুরু করলেন মেয়েরা একেবারে পেশাদারী ঢঙে। কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় নিয়মিত হিসেব পেশ করা হত। আশ্রমের পরিবেশে থেকে পড়াশুনো করে এক উৎকর্ষ জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক আরও মেয়েরা আসতে শুরু করল ধীরে ধীরে। উৎসুক ছাত্রীদের স্থান সংকুলান বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির পরিসরে ক্রমশ কঠিন হতে লাগল তাই— আশ্রম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ভাবনা চিন্তা শুরু করতে হল আশ্রমের নিজস্ব জমি ও বাড়ির। কিন্তু তার জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে? ঠিক করা হল ১, ২, ৫ ও ১০ টাকার কুপন ছাপিয়ে অর্থভিক্ষা করা হবে। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ছাত্রী নিবাসের নিয়মাবলী তৈরি করলেন আশারাণী ও তরুলতা।

এর পর একটি কিশলয় রোপণ— সারদেশ্বরী ছাত্রীনিবাস— যা থেকে পরবর্তীকালে শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়াবে একটি নয়, দুটি বৃক্ষ।

আশ্রম স্থাপনার খবর শুনলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ। প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যা আশারাণীকে। একই সঙ্গে বললেন, "তোমাদের উদ্দেশ্য তো অন্য, তাহলে ছাত্রীনিবাস নাম রেখেছ কেন?" **১৯৪৫ এর আগষ্টে আশ্রমের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল "শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম।"** [পৃষ্ঠা নং ৪১ (৪), ৪২ (৫, ৬)]

বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দু নারীর কাছে সন্ন্যাস আশ্রমের যে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাতে প্রথম করাঘাত শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুধীরাদেবীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আশ্রমবিভাগ 'মাতৃমন্দির' (শ্রীশ্রী মায়ের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীসারদামন্দির নামে পরিচিত) ও পরে আশারাণীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'শ্রীসারদা আশ্রম' সেই করাঘাতকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে তুলল যদিও স্বামীজীর হাতে গড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সে সময়ে স্ত্রীমঠ গঠন ও তার পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এক দিকে যেমন আশারাণী ও তরুলতার তত্ত্বাবধানে নতুন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মেয়েরা গড়ে উঠছিল ভবিষ্যতের স্ত্রী মঠের উপযুক্ত হয়ে, অন্য দিকে তেমনই সেই স্ত্রীমঠ

নিয়ে বেলুড়মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন আশারাণী—"কেন এখনও মেয়েদের মঠ হল না মহারাজ?" একই সঙ্গে পেয়ে চলেছিলেন স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, সূর্য্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ), স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দের মতো বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা। অনেক পড়াশুনো করে আশারাণী লিখে ফেললেন একটি প্রবন্ধ 'সন্ন্যাসে হিন্দু নারীর অধিকার', ছাপা হল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মাসিক পত্রিকা উদ্বোধনের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। প্রবন্ধটি সে সময়ে বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ওই সময়ে কোনও একটি অধিবেশনে স্বামী বিরজানন্দ বলেছিলেন— "আমাদের এখন সময় হয়েছে মেয়েদের কথা, স্বামীজীর স্বপ্নের স্ত্রীমঠের কথা ভাবার"। ভাবনার বাস্তব রূপ নিতে অবশ্য আরও আট বছর লেগেছিল। শ্রী সারদা আশ্রমে আশারাণীদের মতোই বাগবাজারে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এবং সুদূর দক্ষিণে কেরলরাজ্যের ত্রিচূরে ত্যাগী মহিলাদের আরও দুটি ধারা স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশ্রমজীবন অতিবাহিত করছিলেন সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে— পরে এই তিন ধারা এসে মিলবে এক বৃহৎ ভাবগঙ্গায় যার নাম শ্রীসারদা মঠ।

তখন নিবেদিতা বিদ্যালয় ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সরাসরি পরিচালনাধীন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে এক বছরের জন্য দুজন স্বেচ্ছাকর্মী চাইলেন সারদা আশ্রমের কাছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে বিদ্যালয় থেকে চলে গিয়েছেন ভগিনী ক্রিশ্চিন ও সুধীরাদেবীর সহযোগী, অন্তিমকালে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা মীরা দেবী, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকার পদ ছেড়ে সঙ্গে গিয়েছেন কন্যাসমা বাণী দেবী ও আরও কয়েকজন। অনুমান করা যায় তখন সাময়িক কর্মী সংকট। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও সারদা আশ্রমের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগটি বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন সকলে। কর্মী হিসেবে কল্যাণী ও মায়ারাণী আশ্রমের পক্ষ থেকে গেলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। পরে দুজনেই শ্রীসারদা মঠে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৪৬-এর সে এক অস্থির সময়। পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগ আহুত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষ্যে ১৬ই আগস্ট কলকাতার বুকে ঘটে গেল মর্মান্তিক দাঙ্গা যা ইতিহাসের পাতায় 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এরই মধ্যে ডিসেম্বর মাসে আশারাণীরা শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করলেন। পরের বছর আবার বিপরীত দৃশ্য। ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭ মধ্যরাত্রে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল, আসন্ন স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে উন্মাদনা। একটি রেডিও জোগাড় করে ফেললেন আশ্রমের মেয়েরা, তার পর সারাক্ষণ স্বাধীনতার খবরের সম্প্রচার শোনা। সমবেত সকলকে দেশের কথা বলতে বলতে আবেগমথিত হয়ে পড়লেন আশারাণী। এই দেশপ্রেম অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল পিতৃদেব প্রফুল্লনাথের সংস্পর্শে।

খবর পাওয়া গেল বরানগরে গঙ্গার ধারে আশ্রমের উপযোগী জমি ও বাড়ি বিক্রি আছে। বেলুড়ের পূর্বসূরী বরানগর; কাশীপুরে প্রাপ্ত গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে

স্বামীজি অন্যান্য গুরুভাইদের একত্র করেছিলেন এই বরানগরে। সেই বরানগরে নিজস্ব জমি বাড়ি হবে— মেয়েরা সকলে প্রচণ্ড উৎসাহিত। টাকার ব্যবস্থা বিশেষ করা যায়নি তখনও, সম্বল শুধু স্বামীজির উৎসাহবর্ধক বাণী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে— "মানুষই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে এ কথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন-মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।" ঠিক হল টাকা তোলার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের নাম স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ছাপানো হবে, শুধু তাই নয়, স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য আশ্রমের বাইরের কোনও বিশ্বস্ত ও জনসমক্ষে পরিচিত ব্যক্তিকে এই সংগৃহিত অর্থের তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হবে। প্রস্তাবিত হল নড়াইলের জমিদার বাবু গিরীন্দ্রনাথ রায়ের নাম।

বরানগরের জমি ও বাড়িটির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে হল না কিন্তু ১৯৪৮-এর প্রথম দিকে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোডে (বর্তমান শরৎ বসু রোড) একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি দেখতে গেলেন আশারাণী ও তরুলতা আশ্রমের সভানেত্রী হিমাংশুবালা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ৮০/১/এ বাড়িটি দেখে তাঁদের বেশ পছন্দ হল। বেশ খোলামেলা বাড়ি, সঙ্গে কিছুটা ফাঁকা জমিও আছে। এটর্নি রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে থাকা বাড়িটির মাসিক ভাড়া সে সময়ে ছিল ২২০ টাকা। এ ছাড়া বাড়ির মালিক বাড়ির জন্য আগ্রিম বাবদ ৫০০০ টাকা ও সংলগ্ন বাগানের জন্য ১০০০ টাকা দাবি করে বসলেন। ১৯৪৮ সালে ৬০০০ টাকার অর্থমূল্য আজকের নিরিখে কত ছিল পাঠক নিশ্চয় তা আন্দাজ করতে পারছেন! টাকা জোগাড় করার বেশি সময়ও হাতে নেই কারণ বাড়ি ভাড়া নিতে হলে সে বছর ২১ শে মার্চের মধ্যে অগ্রিম জমা দিতে হবে। সেই বছর জানুয়ারি মাস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী প্রভবানন্দ সারদা আশ্রমকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু বলাই বাহুল্য এ ক্ষেত্রে সে পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কিছুটা হতাশ হলেন আশারাণী। ঠিক হল আশ্রমে আরও কিছু বৈতনিক ছাত্রী নেওয়া হবে। এমত সময়ে **আশ্রমে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এক বিদেশিনী। মাসিক ভাড়া সমেত আশ্রমের সব নিয়ম ও শর্তাবলী স্বীকার করার পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া নেবার অগ্রিম টাকা তিনি আশ্রমকে বিনা সুদে ধার দিতে রাজি হলেন। ফরাসী এই বিদেশিনীর নাম লিজেল রেমঁ।** ১৮৯৯ সালে ফ্রান্সে জন্ম লিজেলের। বিয়ে হয়েছিল প্রকাশক জঁ হার্বার্টের সঙ্গে কিন্তু ১৯৪৭ নাগাদ বিবাহবিচ্ছেদ। এর পর লিজেল কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন; ইচ্ছে আর এক বিদেশিনীর ভারতবর্ষে আত্মনিবেদনের কাহিনি লিখবেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনী— 'দ্য ডেডিকেটেড'। লিজেল এসে উঠলেন সারদা আশ্রমে।

ইতিমধ্যে আশ্রমের ক্রমশ প্রসারিত কর্মকাণ্ডের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজন হচ্ছিল এমন একজন সম্পাদিকার যিনি সর্বক্ষণ আশ্রমে উপস্থিত থাকবেন। **১৯৪৭-এর ২৪শে**

**ডিসেম্বর শ্রী সারদা মহিলা আশ্রমের সম্পাদিকার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী।**

**১৯৪৮-এর মার্চে আশারাণীরা ল্যান্সডাউন রোডের নতুন বাড়িতে এসে উঠলেন।** বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছাত্রী নিবাসটি অবশ্য সেখানেই রয়ে গেল, দায়িত্ব নিলেন কল্যাণী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী ছাত্রী সহ প্রায় ন'দশ জন ছাত্রী সেখানে থাকত কিন্তু এই ১৯৪৮-এ দেখা গেল সেখানে আর সে রকম সংখ্যায় ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। পর্যাপ্ত সংখ্যায় বৈতনিক ছাত্রী ছাড়া অর্থের সংকুলান হচ্ছে না দেখে ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছাত্রীনিবাস বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কল্যাণী অবশিষ্ট আবাসিকদের নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের নতুন আশ্রম বাড়িতে চলে এলেন। **নতুন আশ্রমবাড়ি সংলগ্ন একটি বাগান ছিল। আশ্রমের জন্য বাগানটির মাসিক ভাড়া দিতেন জনৈক মার্কিন ভক্ত মিঃ ওভারটুন।**

**১৯৪৮-এ প্রস্তাব উঠল পুনরায় আশ্রমের নাম পরিবর্তনের।** আশারাণী বললেন, প্রথমাবস্থায় আশ্রমের নামের মধ্যে 'মহিলা' কথাটির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অতঃপর সেটি বাদ দিলেও চলে। লিজেল রেমঁ **৭ই এপ্রিলের** সেই সভায় সদ্য আশ্রম কার্যকারী সমিতির সদস্যা হয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যের মানুষ, আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে 'মহিলা' শব্দটি আলাদা করে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবহার করলে এক প্রকার সংকীর্ণতা এনে দেয়। সবার মত নিয়ে **নতুন নাম হল "শ্রীসারদা আশ্রম" (১৯৪৮)**। [পৃষ্ঠা নং ৪৩ (৮), ৪৪ (৯, ১০), ৪৫ (১১)] তখন থেকে আজ অবধি এই নামই চলে আসছে। তবে তার পর পর কিছু দিন আশ্রমের নামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে 'মহিলাদের জন্য' কথা দুটি লেখা হত।

ল্যান্সডাউন রোডে আশ্রম স্থানান্তরিত হবার ফলে ইতিপূর্বের স্থানাভাবের সমস্যা আর রইল না, আশ্রমিকারা কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার সুযোগ পেলেন। প্রতি বুধবার আশ্রমে মহিলাদের জন্য ধর্মমূলক ও অন্যান্য বিষয়ে সাপ্তাহিক ক্লাশ নেওয়া আরম্ভ হল। সে বছর জুন মাস থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও নারীজাতির শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সাপ্তাহিক ক্লাশের সূচনা করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রী মায়ের শিষ্য শ্রী কুমুদবন্ধু সেন। ভগিনী নিবেদিতার কথা বলতে শুরু করলেন লিজেল। আশ্রমবাড়ির দোতলার ঘরে মনোগ্রাহী ক্লাশ নিতেন আশারাণী। ১৯৪৮ সালে কয়েক দিনের জন্য কাশী থেকে কলকাতায় এসে তিন দিন 'সারদা আশ্রমে' থাকলেন সরলাদেবী। তার মধ্যে এক দিন সাপ্তাহিক ক্লাশে সমবেত ভক্তদের শোনালেন শ্রীশ্রীমায়ের কথা। সাপ্তাহিক ক্লাশ নিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরবর্তীকালে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী পদ্মভূষণ ডাঃ ফুলরেণু গুহ। ক্লাশ নিতে এসেছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সচিব ডঃ কালিদাস নাগ। আশারাণীকে তিনি উৎসাহ দিলেন ভগিনী নিবেদিতার একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনার জন্য। পরবর্তীকালে শ্রীসারদা মঠের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বহু পরিশ্রম করে সেটি সম্পন্ন করেছিলেন আশারাণী—তখন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

আশ্রমে রেডক্রশ সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র খোলা হল যেখান থেকে বাচ্চাদের জন্য দুধ বিতরণ করা হত। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পর তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সদ্য সদ্য নিয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। লিজেল রেমঁ সাক্ষাৎ করলেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে, তাঁকে জানালেন আশ্রমের কথা। ডাঃ রায় সেই সময়ে উদ্বাস্তু শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আসার বিরাম নেই। জিজ্ঞেস করলেন কিছু আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থী ছাত্রীর ভার আশ্রম নিতে পারবে কি না? আশ্রমিকারা ঠিক করলেন সরকারের পক্ষ থেকে সে রকম কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব এলে তাঁরা বিবেচনা করবেন। বৈতনিক ছাত্রীর জন্য মাসিক ৪৫ টাকা চার্জ ধার্য্য করে কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থির হল যাতে আরও কিছু ছাত্রী পাওয়া যায়।

**বেদান্ত সোসাইটি থেকে স্বামী প্রভবানন্দ আশ্রমের জন্য ৬৫৩০ টাকার অর্থসাহায্য পাঠালেন বেলুড় মঠের মাধ্যমে।** শ্রীমতী রেমঁর ঋণ শোধ করে দেওয়া হল। সঠিক সময়ে তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে সরে আসার পর ব্যাঙ্কের শাখা জোড়াসাঁকো থেকে পরিবর্তন করে দক্ষিণে ভবানীপুরে নিয়ে আসা হল। তখন বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও বিদেশি অনুদানের জন্য ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কে আশ্রমের অ্যাকাউন্ট ছিল। টাকা তোলার দায়িত্ব ছিল আশারাণীর ও তরুলতার ওপর। নিয়মিত হিসেব রাখা, তা পরীক্ষা করানো ও কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় তার বিবরণ সকলের সামনে পেশ করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্রমের ভবিষ্যতের জন্য তহবিল তৈরি করার ব্যাপারে তাঁরা সতর্ক ও সচেষ্ট হতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে অর্থসাহায্য আসতে লাগল। দিল্লি থেকে জনৈকা সারদা সেনন ১১৫৩ টাকা সংগ্রহ করে পাঠালেন। আশ্রমের স্থায়ী তহবিলের জন্য ফিক্সড্ ডিপোজিট করা তখন থেকেই শুরু হল। ১৯৫০-র এপ্রিলে করা প্রথম ফিক্সড্ ডিপোজিটের পরিমাণ ছিল ৭৫০ টাকা।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে থাকাকালীন প্রতি বছর শ্রী শ্রী মায়ের জন্মোৎসব ভক্তিভরে পালন করতেন সকলে। ল্যান্সডাউন রোডস্থ নতুন বাড়িতে উৎসবের কলেবর বৃদ্ধি পেল। ছাত্রী নিবাসে মেয়েদের পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ইত্যাদির কারণে সব সময়ে তিথির নির্দিষ্ট দিনেই উৎসবের আয়োজন করা যেত না। ১৯৪৮-এর জন্মোৎসব পালিত হল পরের বছর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তিন দিন ব্যাপী উৎসবে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, হোম, জীবনী আলোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি প্রবল উৎসাহে সম্পন্ন করলেন আশ্রমিকারা অন্যান্য ভক্ত মহিলাদের সহযোগিতায়। জন্মোৎসবগুলির একটি মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান ছিল প্রতি বছর শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত একটি কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।

মাঝে মাঝে ভক্তদের সাপ্তাহিক ক্লাশ নেওয়ার পাশাপাশি আশ্রমিকাদের গীতা পড়াতেন আশারাণী। তাঁদের ফরাসী শেখাতেন লিজেল রেমঁ। আশারাণীর থাকত বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার কাজ ও অর্থসংগ্রহের জন্য নিয়মিত ভক্তবাড়ি যাওয়া। এত ব্যস্ততা

সত্ত্বেও নিজের পড়াশুনোয় তিনি কোনও ফাঁক রাখেননি। ১৯৪৬ সালে বি.এ. পাশ করার পর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.টি. পাশ করেছিলেন প্রথম শ্রেণিতে, তার পর ভর্তি হয়েছিলেন এম.এ. পড়ার জন্য। ১৯৪৯-এ কৃতীত্বের সঙ্গেই পাশ করেছিলেন এম.এ. পরীক্ষায়। নিজের অধ্যয়নের পাশাপাশি আশ্রমের অন্যান্য ছাত্রীদের পড়াশুনোর অগ্রগতির উপর ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ নজর।

১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড শুরু হল। মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবে স্থাপিত হল "শ্রী সারদা আশ্রম টোল"। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের নিয়ে গঠন করা হল টোলের আলাদা কার্যনির্বাহী সমিতি। তার সভানেত্রী হলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরী, সম্পাদিকার দায়িত্বে রইলেন আশারাণী। তরুলতা ছাড়াও সঙ্গে পেলেন বাসনা সেন, গীতা দত্ত, বাসন্তী সেনগুপ্তা, তুহিনীকা চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ও নিষ্ঠাবতী মহিলাদের। টোলের তত্ত্বাবধান, পণ্ডিতের বেতন ও অন্যান্য খরচ আশ্রম থেকে নির্বাহ হতে লাগল। সাত জন ছাত্রী সংস্কৃত ব্যাকরণে 'আদ্য' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল।

> ২৭শে জুলাই (১৯৫০) আশ্রমের কার্যকরী সমিতির সভায় কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। সভানেত্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী, দুই সহ সভানেত্রী শিবানী চক্রবর্তী ও শতদল ঘোষ এবং অন্যরা আলোচনায় বসে স্থির করলেন সারদা আশ্রম থাকবে।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সচিবের পদ থেকে সাময়িক অবসর নিলেন স্বামী মাধবানন্দ। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। ১৯৫০-তে আশারাণীর কাছে প্রস্তাব এল সারদা আশ্রমের সদস্যারা যদি নিঃশর্তে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগ দেন তা হলে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে স্ত্রী মঠে আসার সুযোগ হবে।** এত দিনের অপেক্ষার অবসান আসন্ন প্রায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছে শ্রীশ্রীমায়ের নামে মঠের। আশারাণী বুঝলেন স্বামীজির স্বপ্ন সফল করতে গেলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। **তাই আর দ্বিধা না করে নিজের হাতে গড়া সারদা আশ্রম ছেড়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।** [পৃষ্ঠা নং ৪৫ (১২), ৪৬ (১৩, ১৪)]

সারদা আশ্রমে তখন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। আশ্রম তখন স্বচ্ছল এবং পাঠ, প্রবচন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত এক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। আশারাণীর এ হেন সিদ্ধান্তের পর আশ্রম আদৌ থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে এই প্রশ্নই প্রকট হয়ে দেখা দিল। কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বোপরি প্রয়োজন এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ত্যাগী মহিলা কর্মীর। **২৭শে জুলাই (১৯৫০) আশ্রমের কার্যকরী সমিতির সভায় কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। সভানেত্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী, দুই সহ**

**সভানেত্রী শিবানী চক্রবর্তী ও শতদল ঘোষ এবং অন্যরা আলোচনায় বসে স্থির করলেন সারদা আশ্রম থাকবে।** তাকে একটি আদর্শ ছাত্রী নিবাসে পরিণত করা হবে যাতে পুনরায় সেখান থেকে ত্যাগী মেয়েদের তৈরি করা যেতে পারে। ছাত্রী নিবাসে পরিণত করে আশ্রমকে রক্ষা করার জন্য আবাসিক ছাত্রী আহ্বান করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পরিচালিকারা আরও একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। ভবিষ্যতে কোনও কারণে আশ্রম পরিচালনা সম্ভব না হলে, আশ্রম বন্ধ করে দেবার পর উদ্বৃত অর্থ ও জিনিসপত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা আরও বললেন আশ্রম থেকে আশারাণী সহ অধিকাংশ সদস্যারা রামকৃষ্ণ মিশনে সুযোগ পাবার জন্য তাঁরা আনন্দিত। **এই থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যাঁরা পড়ে রইলেন, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আশ্রম বন্ধ করে দেবার সহজ রাস্তায় তাঁরা হাঁটলেন না। অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী তথা মধ্যমণী এবং অধিকাংশ কর্মীদের আশ্রম ত্যাগের প্রবল ধাক্কা সামলে প্রস্তুত হলেন আগামী দিনে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য— যে সিদ্ধান্ত না নিলে আজ এই ইতিকথা লিখতে বসার প্রয়োজন হত না। স্বামীজির ভাব তো রয়েছে এখানেও, এটিই আদি ধারা তাই এ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।**

আগস্ট ১৯৫০। সমস্ত দায়িত্ব ও হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সম্পাদিকার পদ ছাড়লেন আশারাণী। তিনি ও অন্য ১৮ জন চলে এলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ে। শুরু হল তাঁদের জীবনে আর এক অধ্যায়। ১৯৫১-এ আশারাণীকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। এই বিদ্যালয় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। অপর দিকে **আশারাণীর পর তাঁর হাতে গড়া সারদা আশ্রমের দায়িত্বভার যাঁরা পরবর্তীকালে তুলে নিলেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যাদ্বয় মীরা দেবী ও বাণীদেবীর রামকৃষ্ণ ভাবধারায় কর্মজীবন শুরু এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ে।** [পৃষ্ঠা নং ৪৭ (১৫, ১৬)] মীরাদেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় শ্রীশ্রীমা নাকি এক বার মন্তব্য করেছিলেন "নিবেদিতার ইস্কুলই স্ত্রীমঠ"। **১৯৫৪ সালের ২রা** ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসী ও **ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীসারদা মঠ।** আশারাণী

পাঠক বুঝতে পারবেন যাঁরা পড়ে রইলেন, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আশ্রম বন্ধ করে দেবার সহজ রাস্তায় তাঁরা হাঁটলেন না। অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী তথা মধ্যমণী এবং অধিকাংশ কর্মীদের আশ্রম ত্যাগের প্রবল ধাক্কা সামলে প্রস্তুত হলেন আগামী দিনে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য— যে সিদ্ধান্ত না নিলে আজ এই ইতিকথা লিখতে বসার প্রয়োজন হত না। স্বামীজির ভাব তো রয়েছে এখানেও, এটিই আদি ধারা তাই এ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

> আশারাণীর পর তাঁর হাতে গড়া সারদা আশ্রমের দায়িত্বভার যাঁরা পরবর্তীকালে তুলে নিলেন সেই শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যাদ্বয় মীরা দেবী ও বাণীদেবীর রামকৃষ্ণ ভাবধারায় কর্মজীবন শুরু এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ে।

সহ সাত জনকে ব্রহ্মচর্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা দেওয়া হল। পরবর্তীকালে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস। **আশারাণী হলেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।**

**শ্রীসারদা আশ্রমের নতুন সম্পাদিকা হলেন সুধাময়ী সেনগুপ্তা। সহকারী সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা হলেন শ্রীমতী অমিয়া সেন। কল্যাণীদেবীর হাত থেকে ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গেল শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের হাতে।** শ্রীসারদা আশ্রমের মেয়েদের পড়াশুনোয় সাহায্য করতেন শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, কর্মজীবনে ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি নিলেন সংস্কৃত টোলের দায়িত্ব। আশ্রমের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তখন প্রধান কাজ। আয় কমে যাওয়ায় ব্যয় বেশি হতে লাগল। জোর দেওয়া হল ছাত্রী নিবাসে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির উপর। আই এ, বি এ, পাঠরতা ছাত্রী ছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরতা ইচ্ছুক ছাত্রীদেরও জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সকলে। **এরই মধ্যে আশ্রম থেকে চলে গেলেন লিজেল রেমঁ।** আলমোড়ায় যোগী শ্রী অনির্বাণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুমায়ুন হিমালয়ের কোলে বসে লিখলেন 'মাই লাইফ উইথ এ ব্রাহ্মিণ্ ফ্যামিলি'। পরবর্তীকালে ভারত ত্যাগ করে তিনি জেনিভায় চলে যান ও বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

শ্রীসারদা আশ্রমে যখন এমনই পরিস্থিতি, তখন গ্রে স্ট্রীটে দুটি ঘর ভাড়া করে রয়েছেন শ্রীশ্রী মায়ের শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গলাভ ও সেবা করে জীবন সার্থক করা তাঁর দুই শিষ্যা— **মীরাদেবী ও বাণীদেবী।** ১৮৯২ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেটের ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে মীরাপ্রিয়া চৌধুরীর জন্ম। পিতা কামিনীকুমার চৌধুরী ছিলেন গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার। মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী কর্মনিপূণা ও ভক্তিমতি। কামিনীকুমার ও শ্যামাসুন্দরীর নবম সন্তান ছিলেন মীরা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গানের গলা খুব মিষ্টি, বাড়িতেও ছিল গানবাজনার নিয়মিত চর্চা। এক বার কুমিল্লার এক ম্যাজিস্ট্রেটকে পর পর প্রায় চল্লিশখানা গান শুনিয়েছিলেন। স্বদেশী গানও অনেক জানা ছিল তাঁর। একান্নবর্তী পরিবার, ভাইবোনদের সাহচর্যে সময় কেটে যেত। তিনমহলা বাড়ির পাশে বড়ো পুকুর। সেই পুকুরের এক পাড়ে একজন বসে গান ধরতেন, অপর পাড়ে বসে সেই সুরে গলা মেলাতেন মীরা। দিদি চপলার কাছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার সাথে প্রথম পরিচয়। এই ভাবরাজ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য সংসারের মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন মীরা। ১৯১৪ সালে যোগ দিলেন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কাজে। সেখানে পথপ্রদর্শকরূপে পেলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন ও রামকৃষ্ণভাবে সংসারত্যাগী সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় বাঙালি মহিলা সুধীরা বসুকে। প্রথমে কাছে একটি বাড়িতে

একতলায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন, রান্না করে দিতেন এক বয়স্কা ব্রাহ্মণী। ওই বছরেই ভগিনী ক্রিশ্চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার পর বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এল সুধীরা দেবীর হাতে ও তাঁর সুযোগ্যা সাহায্যকারী হয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়েই থাকতে আরম্ভ করলেন মীরা।

১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮, রবিবার শ্যামাপূজার দিন বাগবাজারে বোস পাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়ি। উপস্থিত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সঙ্গে অপর দুই গুরুভ্রাতা রাখাল ও শরৎ। একটু পরেই এসে পড়লেন যুগজননী, সঙ্গে গোলাপ-মা ও যোগীন মা। পূজা সম্পন্ন হতেই সেই বিখ্যাত আশীর্বাণী ''আমি প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।'' আনন্দে, আবেগে আত্মহারা নিবেদিতা তাঁর দিনলিপিতে লিখতে পারলেন মাত্র দুটি কথা— ''স্কুল খুলল''। খুলল বটে কিন্তু দেখা দিল অর্থসংকট। সাময়িক ভাবে বিদ্যালয় বন্ধ রেখে অর্থসংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি দিলেন নিবেদিতা। একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন তাঁর প্রকল্প সম্বন্ধে— দ্য প্রজেক্ট অফ রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও নরওয়ে হয়ে ভারতে ফিরে ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পূজার দিন পুনরায় বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন পাশের বাড়ি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে। পরের বছর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন। মেয়েরা ডাকত 'সান দিদি' আর 'মুন দিদি'। ১৯০৬ সালে এলেন সুধীরা বসু। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙের 'রাই ভিলা'-তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নিবেদিতা। দীর্ঘকাল অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকার পর 'রাই ভিলা' বাড়িটি সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র হিসেবে নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।

মীরাদেবী আসার প্রায় কাছাকাছি সময়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তার 'ছোটমাসি' সুধীরা দেবীর সঙ্গে থাকতে এল তাঁর বারো বছরের বোনঝি বাণী ঘোষ। ছোটবেলায় হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারার জন্য ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'গদাই'। মাসি সুধীরাদেবীর তত্ত্বাবধানে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে প্রবেশিকা ও তার পর বেথুন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন বাণীদেবী। স্কটিশ চার্চ কলেজে বি এ পাঠক্রমে ভর্তি হয়েও পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পরে অবশ্য প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেছিলেন। ছোট হলেও তার উপযোগী বিদ্যালয়ের অনেক কাজ বাণীর উপর ন্যস্ত করতেন সুধীরা দেবী। বরাবর দক্ষতার সঙ্গে সে সব কাজ সম্পন্ন করতেন বাণী। কাছেই থাকতেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর দেহত্যাগের মাসখানেক আগে থেকে বাণীসহ বিদ্যালয়ের কয়েকজন মেয়ে তাঁকে পালা করে হাওয়া করতে যেতেন। মা জানতেন বাণীর ডাকনাম কিন্তু কখনও সরাসরি সেই নামে ডাকতেন না, বলতেন 'ঠাকুরের নামের যে মেয়েটি আছে, তাকে ডাক।' বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করে সুধীরাদেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন মীরা। ২০শে জুলাই ১৯২০। প্রতি দিনের মতো ছুটির পর মাতৃদর্শনে গিয়ে শারিরীক অবস্থার অবনতি দেখে রাত্রে মায়ের বাড়িতে রয়ে গিয়েছিলেন মীরাদেবী। সেই রাত্রে ১-৪০ মিনিটে ব্রহ্মে লীন হলেন যুগজননী।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাবসানের পর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেন সুধীরা দেবী। তীর্থে বার হলেন, সঙ্গে মীরা, বাণী, সরলা, চপলা সহ আরও কয়েকজন। দুর্গাপূজার সময়টা কাশীতে কাটিয়ে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, বৃন্দাবন, আগ্রা, প্রয়াগ হয়ে পুনরায় কাশী ফেরার পথে ঘটল এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বারাণসীর অদূরে চলন্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে পড়ে গেলেন সুধীরাদেবী। মাথায় গুরুতর চোট নিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসা হল কাশী সেবাশ্রমে। জ্ঞান আর ফিরল না, পর দিন বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হল মণিকর্ণিকায়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল ভগিনী নিবেদিতার ছাত্রী ও সুধীরাদেবীর অনুগামী মহামায়ার উপর। কিছু দিন পরেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহামায়া। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এল মীরাদেবীর উপর। ১৯২৭ সালে হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন পিতৃপ্রতীম স্বামী সারদানন্দ। বিদ্যালয়ে আবার সাময়িক সংকট। মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করে চলে গেলেন মীরাদেবী, সঙ্গে বাণীদেবী, কিন্তু দু বছর পর (১৯২৯) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিলেন সারদামন্দিরের দায়িত্ব। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব দেওয়া হল বাণীদেবীকে। সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল মীরাদেবীর। ছাত্রীদের পড়াতেন সংস্কৃত ও বাংলা আবার তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছেন ইংরেজি ও অঙ্ক। তাঁর লেখা 'কিশলয়' ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার অত্যন্ত উপযোগী। তিনি ও বাণীদেবী প্রতি দিন লক্ষ্য রাখতেন প্রতিটি ক্লাসে ঠিক মতো পড়াশুনো হচ্ছে কি না। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অভিনব ও বিষয়ের উপর ছাত্রীদের দৃঢ় ভিত তৈরি করে দেওয়ার সহায়ক। এ কথা পরবর্তীকালে তাদের স্মৃতিচারণায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে কয়েকজন ছাত্রী। **ক্রমে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর আরম্ভ হল পরিচালনগত কিছু বিষয়ে। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে ১৯৪৬ এর ৪ঠা মে রেণুকা বসুর (পরবর্তীকালে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা) হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দির থেকে চলে গেলেন মীরাদেবী, সঙ্গে কন্যাসমা বাণী।** কয়েকমাস শৈলশহর শিলঙে কাটানোর পর কলকাতায় এসে উঠলেন গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ির দুখানা ঘরে। তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয় থেকে চলে এলেন তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রী ও পরে সহকর্মী ঊষা সেন, শোভা সেন, অনিলা রায়। ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গৃহশিক্ষকতা করতেন কেউ কেউ। ঊষাদেবী শিক্ষিকার চাকরি নিয়েছিলেন স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে। ১৯৩৪ সালে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক ও আরও দুটি বিষয়ে আশি শতাংশের উপর নম্বর পেয়ে কৃতীত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ঊষা। ১৯৩৬-এ দ্বিতীয় দলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন অনিলা।

১৯৫১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন এই বিশেষ যোগাযোগের ফলস্বরূপ মীরাদেবী এসে উঠলেন ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থিত শ্রী সারদা আশ্রমে।

বোধ হয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার ইতিহাসে এটিই শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র ছবি। ছবি তিনটি বর্তমানে নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মীরাদেবীর সঙ্গে আরও ছিল শ্রীশ্রীমায়ের মাথার চুল, নখ ও আঙুলের টিপ সই। শ্রীসারদা আশ্রম মন্দিরে বর্তমানে নিত্য পূজিত শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন অন্তিমশয্যায় শায়িত মাতাঠাকুরাণীর পা থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) এবং দিয়েছিলেন মীরাদেবী ও বাণীদেবীকে। সবই বর্তমানে আশ্রমে সশ্রদ্ধায় ও সযত্নে রক্ষিত। ১৯৫১-এর অক্টোবর মাসে মীরাদেবী ও বাণীদেবী সহ ঊষা, শোভা ও অনিলা সদস্যা হলেন আশ্রম কার্যকরী সমিতির।

পরে দুজনেই শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তাঁর সাধের নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদামন্দির ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন মীরাদেবী। কিন্তু বরাবর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ‘‘কেউ যদি আশ্রমজীবন নিতে চায় তাকে মঠকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মঠ হচ্ছে গুরুস্থান। ঠাকুর সেখানে আছেন।’’ ইন্দিরা গুহ ছিলেন বাণীদেবীর বোনঝি এবং সুধীরা দেবী ছিলেন তাঁর দিদিমার বোন। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে— ‘হয়তো ওঁরা সে সময়ে স্থির ভাবে মায়ের চরণ আশ্রয় করে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের জন্য মা কী ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মুক্তি নিয়ে এলেন পূজনীয় স্বামী অখিলানন্দজী। এই জীর্ণ দীর্ণ গৃহে (গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি) এক দিন প্রবেশ করলেন এক সাধু মহারাজ, যিনি আমেরিকার সেন্টার থেকে মাতৃভূমি ও তাঁর গুরুস্থান ও ভ্রাতৃবৃন্দকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কিছু দিন আগেই তিনি মাঁয়ের মেয়েদের খোঁজ শুরু করেছিলেন। সন্ধান পান পূজনীয় সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) কাছে। তাঁরই সহায়তায় মাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা হলেন মূলতঃ শ্রীমীরাদেবী ও বাণীদেবী যাঁরা শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ কন্যারা, অন্যরাও ছিলেন। মহারাজ এলেন, মাসীমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন।

**১৯৫১-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন এই বিশেষ যোগাযোগের ফলস্বরূপ মীরাদেবী এসে উঠলেন ল্যান্সডাউন রোডে অবস্থিত শ্রী সারদা আশ্রমে।** সঙ্গে ছায়াসঙ্গী বাণীদেবী ও ঊষা, অনিলা, শোভা, প্রভৃতি। সঙ্গে এল নিবেদিতা বিদ্যালয় ত্যাগ করার সময়ে নিয়ে আসা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির ছোট ছোট তিনটি ছবি। ১৯১৮ সালে অন্তঃসত্ত্বা রাধুদিকে নিয়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আশ্রমবাড়ির ওপরতলায় কিছু দিন বাস করার সময় শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের বেদীতে ওই তিনটি

ছবির প্রতি দিন পূজা করেছেন। **বোধ হয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার ইতিহাসে এটিই শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র ছবি। ছবি তিনটি বর্তমানে নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মীরাদেবীর সঙ্গে আরও ছিল শ্রীশ্রীমায়ের মাথার চুল, নখ ও আঙুলের টিপ সই। শ্রীসারদা আশ্রম মন্দিরে বর্তমানে নিত্য পূজিত শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন অন্তিমশয্যায় শায়িত মাতাঠাকুরাণীর পা থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) এবং দিয়েছিলেন মীরাদেবী ও বাণীদেবীকে। সবই বর্তমানে আশ্রমে সশ্রদ্ধায় ও সযত্নে রক্ষিত। ১৯৫১-এর অক্টোবর মাসে মীরাদেবী ও বাণীদেবী সহ ঊষা, শোভা ও অনিলা সদস্যা হলেন আশ্রম কার্যকরী সমিতির।** সম্পাদিকা সুধাময়ী সেনগুপ্ত তাঁর পড়াশুনোর জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাঁর কর্ম অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে **বাণী দেবীকে নতুন সম্পাদিকা নির্বাচিত করা হল।** [পৃষ্ঠা নং ৪৮ (১৭, ১৮)] ও দিকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কিছু দিনের জন্য প্রধানা শিক্ষিকার দায়িত্ব নিলেন আশারাণী। **নিবেদিতা বিদ্যালয় ও সারদা আশ্রমের মধ্যে এ এক অদ্ভুত দায়িত্ব অদল-বদল।**

**দায়িত্ব নিয়েই শক্ত হাতে হাল ধরলেন বাণীদেবী।** পরিস্থিতির সুযোগে ছাত্রী নিবাসের নিয়মে কিছু শিথিলতা দেখা গিয়েছিল মূলতঃ ছাত্রীদের বাইরে যাওয়া আসা ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আশ্রমে দেখা করতে আসার ব্যাপারে। সেগুলি পুনরায় জানিয়ে নিয়মাবলী পরিমার্জন করা হল। ঠিক হল ছাত্রীনিবাসে কেবলমাত্র স্নাতকশ্রেণি ও তার নীচের ছাত্রীদের রাখা হবে। সহ সম্পাদিকা অন্যত্র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ডিসেম্বর মাসে সহ সম্পাদিকার দায়িত্ব নিলেন ঊষাদেবী। পরে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে ছাত্রীনিবাসের দায়িত্বে এসেছিলেন অনিলা দেবী।

প্রতি বছর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আবার সাড়ম্বরে পালিত হওয়া শুরু হল। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুসম্পন্ন হল তিন দিন ব্যাপী উৎসব। প্রথম দিন সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন, আরাত্রিক ভজন, ইত্যাদির মধ্যে পাঁচশো ভক্ত মহিলা অন্নপ্রসাদ পেলেন। দ্বিতীয় দিন আয়োজিত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা সুনীতিবালা গুপ্ত, মনোগ্রাহী বক্তব্য রেখেছিলেন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ওই কলেজেরই অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'স্বাধীন ভারতে চিন্তাধারায় শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর দান' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। মীরাদেবী ও বাণীদেবী আসার পরে ১৯৫১-এর জুলাই মাস থেকে আশ্রমে এসে থাকতে আরম্ভ করেছিল সে। আশ্রমে এম.এ. পাঠরতা অবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হল-এ আয়োজিত সভায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে সে সকলের নজর কেড়েছিল। উত্তরকালে শ্রীসারদা আশ্রমে সে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছিল। মেয়েটির নাম **রেবা রায়**।

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে উক্তসভায় বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছেন লেডি ব্রেবোর্ণ

কলেজের অধ্যক্ষা ও শিক্ষাবিদ ডঃ রমা চৌধুরী, বিচারপতি শ্রী কমলচন্দ্র চন্দ্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদার ও শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ২৩শে জুন ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন মীরাদেবী। সে কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর দিনলিপিতে। ১৯৫৫ সালের উৎসবে বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের শিষ্যা রেবা রক্ষিত লোমহর্ষক ক্রীড়া ও যোগব্যায়াম প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৫৭-এর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন বর্ধমানের মহারাণী।

এই রকমই এক সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৈলাশনাথ কাটজুর কন্যা এবং স্বাধীন বিকানীর ও পরে কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যার কৈলাশ নারায়ণ হাক্সারের পুত্রবধু **শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্সার**। এর পর সুভদ্রাদেবী আজীবন আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে তিনি আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির সহ সভানেত্রী হন এবং পরে দীর্ঘ সময় সভানেত্রীর পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে আশ্রমে একটি দুঃসাহসিক চুরি হল। রাত্রে শোওয়ার ঘরের শিক ভেঙে আবাসিক মেয়েদের দামি কাপড় ও কিছু গয়না নিয়ে গেল চোরেরা। সে সময়ে ওই অঞ্চলে হঠাৎই বেড়ে গিয়েছিল চুরির উপদ্রব। এক বার মাঝরাতে চুরি করতে গিয়ে লোকজন জেগে যাওয়ায় প্রবল চিৎকার ও হই হট্টোগোলের মধ্যে এক চোর ধরা পড়ে গেল আশ্রমের পাশেই। তার পর তাকে ঘিরে ধরে প্রবল উত্তম মধ্যম দেবার মাঝে পুলিশের আবির্ভাব। পুলিশ দেখেই চোরের প্রতিক্রিয়া— 'পুলিশ এসেছে। বাঁচলুম!' পুলিশও উপস্থিত সকলকে হম্বিতম্বি শুরু করল— 'এ চোর তার প্রমাণ কী?' পরে দেখা গেল সে দাগি চোর, এর আগে কয়েক বার ধরা পড়েছে। আশ্রমবাড়ির নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও মজবুত করার আশু প্রয়োজন, সেই সঙ্গে এই সুযোগে কিছু অত্যাবশ্যক মেরামতির দরকার। কিন্তু আবার সেই সমস্যা— অর্থ। বাড়ির মালিক এ ব্যাপারে কোনও রকম ব্যয় করতে রাজি নন। বৈদ্যুতিন সমস্ত কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত খরচ বহনের জন্য এগিয়ে এলেন **মীরাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচন্দ্রশেখর নিয়োগী**। পরবর্তীকালে সারদা আশ্রমের ইতিহাসে ইনি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করব।

১৯৫৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ কলকাতা পুরসভার কাছ থেকে বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি পাওয়া শুরু করল শ্রীসারদা আশ্রম। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'কেয়ার মিশন' থেকে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের জন্য স্থায়ী অনুদানের ব্যবস্থা হল। ছাত্রীনিবাসের জন্য কিছু টাকা নিয়মিত অনুদান পাওয়া শুরু হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই সময়ে আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হলেন রেবাদেবী। পরে তিনি সম্পাদিকা ও আশ্রমের

অধ্যক্ষা হয়েছিলেন।

শ্রীসারদা আশ্রমের তৎকালীন কর্মকাণ্ড মূলতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল— ধর্মীয়: প্রত্যহ ঠাকুরসেবা, শাস্ত্রপাঠ, সাধনভজন ও বিশেষ বিশেষ তিথি উৎসব পালন; সাংস্কৃতিক: মহিলাদের জন্য সাপ্তাহিক ক্লাশ ও গ্রন্থাগার; এবং সেবামূলক: যার কেন্দ্রে ছিল শ্রীসারদা আশ্রমের ছাত্রীনিবাস— বৈতনিক ও অবৈতনিক ছাত্রীদের নিয়ে। অর্থের সংকুলান হত অনুদান ও অন্যান্য আর্থিক দান থেকে। ছাত্রী নিবাসের আবাসিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির নানা উপায়ে চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। এক আমেরিকাবাসী শুভানুধ্যায়ী ভক্ত রবার্ট লুই ও তার সহধর্মিনী অর্থ সাহায্য করতেন। ১৯৫৫ সালে সরকারের 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড' থেকে ৩০০০ টাকা সাহায্য এল।

**১৯৫৫ সালটি শ্রীসারদা আশ্রমের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আশ্রমকে শক্ত ও স্থায়ী সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন বাণী দেবী। আরম্ভ হল আশ্রমের সংবিধান তৈরি এবং কয়েকটি খসড়ার পর সেই সংবিধান অনুমোদিত হল।** ঠিক যেমন স্বামী বিবেকানন্দ মঠ পরিচালনার জন্য অছি পরিষদ গঠন করেছিলেন, তেমনি শ্রীসারদা আশ্রমের সংবিধানেও অনুরূপ একটি 'ডিড অফ ট্রাস্ট' তৈরি করা হল এবং শ্রীশ্রী মায়ের আদর্শে তাঁর সেবাকর্মে যাঁরা জীবন অতিবাহিত করার ব্রত নিয়েছেন, **এমন পাঁচজনকে নিয়ে প্রথম অছি পরিষদ গঠন করা হল। এই পাঁচজন হলেন মীরা দেবী, বাণী দেবী, ঊষা দেবী, অনিলা দেবী ও শোভা দেবী।** ঠিক হল অছি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১১ পর্যন্ত ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে। অতঃপর নতুন সংবিধান অনুসারে চালিত হবে আশ্রম। ঠিক হল যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীর আদর্শে ও ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আশ্রমের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তাঁরা কয়েকটি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে 'ব্রতধারিনী' নাম নেবেন। অতঃপর তাঁদের আশ্রমের কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও অন্যান্য বিধি নিয়মের মধ্যে চলতে হবে। মীরা দেবী হবেন এই ব্রতধারিনী সঙ্ঘের প্রধান এবং আশ্রমে ধর্মজীবন যাপনের ব্যাপারে তিনিই নির্দেশ দেবেন। একই সঙ্গে **১৯৫৫-তে আশ্রমের নাম রেজিস্ট্রি করা হল। রেজিস্ট্রির পর যখন শংসাপত্র পাওয়া গেল তখন দেখা গেল তাতে শ্রীসারদা আশ্রম নামের বানান ইংরেজিতে 'Sri'র পরিবর্তে 'Sree' লেখা হয়েছে।** এই কারণে অদ্যবধি আশ্রমের নাম ইংরেজিতে সর্বত্র 'Sree Sarada Ashrama' লেখা হয়ে থাকে।

আশ্রমকে আত্মনির্ভর হতে হলে প্রয়োজন আর্থিক আয় ও সেই কারণে কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা। এই প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাভাবনা শুরু হল। কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের ভাড়া বাড়িতে তার নানা অসুবিধা। যদি নিজস্ব জমি কিনে সেখানে বাড়ি তৈরি করা যায় তবে আশ্রমের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিত হওয়া চলে। আশ্রমের কাজ বেড়ে যাওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে ল্যান্সডাউন রোডের আশ্রম বাড়িতে সংকুলান হবে না ও বিদ্যালয়ের মতো প্রকল্প আরম্ভ করা যাবে না তা বেশ বোঝা

যাচ্ছিল। শেষ হয়ে আসছিল বাড়ির ভাড়াচুক্তির (লিজ) মেয়াদ। এটর্নি রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, যাঁর তত্ত্বাবধানে সেই বাড়ি, জানতে চাইলেন তাঁরা সেখানে আর থাকতে চান কি না।

গরচা রোডে একটি পুকুর ও ফলের বাগান সমেত প্রায় ২ বিঘা ১৪ কাটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল, দাম ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আবার সেই এক সমস্যা— দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করা। জনসাধারণের কাছে আবেদন করে অর্থভিক্ষা করা সাব্যস্ত হল আরও এক বার। এটর্নি শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে আশ্রমকে জমি কেনার ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এ বার অন্য সমস্যা। কেনার ব্যাপারে ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে জানতে পারা গেল জমিটি এক নাবালকের সম্পত্তি। দেখা দিল নানা জটিলতা। গরচা রোডের জমিটি কেনার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। কাছেই ডোভার লেনে ১৭ কাটার মতো আর একটি জমির সন্ধান পাওয়া গেল ৬৮ হাজার টাকায় কিন্তু অনেকে মনে করলেন জমিটি পরিমাণে কম তাই আশ্রমের উপযোগী হবে না। ১৯৫৫ সাল ধরে বেশ কতকগুলি জমি দেখা হচ্ছিল কিন্তু কোনওটাই তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। স্বাধীনতার পর চেতলা ও বেহালা অঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠছিল অভিজাত পল্লী নিউ আলিপুর। সেখানে শিয়ালদহ-বজবজ রেলপথের পুরনো কালীঘাট স্টেশনের কাছে 'ও' ব্লকে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির (বীমা ক্ষেত্র জাতীয়করণের পর ভারতীয় জীবনবীমা নিগম) মালিকানাধীন একটি জমির সন্ধান পাওয়া গেল। এই জমি পছন্দ হল সকলের। ১৯৫৬ সালে কেনা হল নতুন জমি, আশ্রমের একেবারে নিজস্ব। **১৩ মে-র সকালে উষাদেবী ও অনিলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিউ আলিপুরে মণ্ডল টেম্পল লেনে রাধাকান্ত জীউর মন্দিরে উপস্থিত হলেন মীরা দেবী। মন্দিরটি ১৭৯৬ সালের (মতান্তরে ১৮০৭) প্রতিষ্ঠা করেন বাওয়ালির জমিদার রামনাথ মণ্ডল। বাওয়ালি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য আরও মন্দিরগুলির মধ্যে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত রাসমঞ্চসহ এই নবরত্ন মন্দিরটি অন্যতম। বৈশাখের সেই সকালে রাধাকান্ত**

১৩ মে-র সকালে উষাদেবী ও অনিলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিউ আলিপুরে মণ্ডল টেম্পল লেনে রাধাকান্ত জীউর মন্দিরে উপস্থিত হলেন মীরা দেবী। মন্দিরটি ১৭৯৬ সালের (মতান্তরে ১৮০৭) প্রতিষ্ঠা করেন বাওয়ালির জমিদার রামনাথ মণ্ডল। বাওয়ালি রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য আরও মন্দিরগুলির মধ্যে আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত রাসমঞ্চসহ এই নবরত্ন মন্দিরটি অন্যতম। বৈশাখের সেই সকালে রাধাকান্ত জীউর কাছে ভক্তিভরে পূজা দিলেন মীরা দেবী তার পর নতুন জমিতে এসে ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিলেন রাধাকান্ত জীউর চরণামৃত আর গঙ্গাজল। ৯ই জুলাই রথযাত্রার দিন।

**জীউর কাছে ভক্তিভরে পূজা দিলেন মীরা দেবী তার পর নতুন জমিতে এসে ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিলেন রাধাকান্ত জীউর চরণামৃত আর গঙ্গাজল। ৯ই জুলাই রথযাত্রার দিন।** নতুন জমিতে একটি চতুষ্কোণাকৃতি ভিত খোঁড়া হয়েছে। সকাল ৯টা চল্লিশ নাগাদ্ শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্সারকে ডাকলেন পুরোহিত মশাই। কিছু মন্ত্র পড়িয়ে নামতে বললেন ভিতের মধ্যে। পাশে দাঁড়িয়ে হাতে কর্ণিক ও সিমেন্ট তুলে দিলেন মীরাদেবী। সে দিন তিনি (শ্রীমতী হাক্সার) **বেশ অসস্থ তবু শারীরিক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য না করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করলেন সুভদ্রাদেবী।** পরের বছর মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তিন লক্ষাধিক টাকা অনুদান মঞ্জুরির খবর এল। এর জন্য চেষ্টা চলছিল আগে থেকেই। এর একটি অংশ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল শীঘ্রই। সরকারি অর্থানুকূল্যে আরম্ভ হল বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবন নির্মাণের কাজ। দশ হাজার টাকা অর্থসাহায্য করলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দ।

বাড়ির নকশা ও বিভিন্ন প্রকার অনুমোদন, নির্মাণে তদারকি, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে কাজ শুরু হল বাণীদেবীর নেতৃত্বে। বহু ক্ষেত্রে আসতে লাগল নানা বাধা বিঘ্ন, একই কাজের জন্য বহু বার তদ্বির ও ছোটাছুটি। বিশেষ করে সরকারি দপ্তরগুলির লাল ফিতের ফাঁস ছিল আজকের মতোই। দিনের পর দিন নানা বিভাগ ও ব্যক্তির কাছে দৌড়ঝাঁপ করে একটি একটি করে বাধাগুলি কাটিয়ে কাজ এগিয়ে চলল। এক দিন আশ্রমের বারান্দায় বসে হিসেব লিখছিলেন ঊষাদেবী। নির্মীয়মাণ নতুন বাড়ির কাজের চাপের কথা উঠল কথাপ্রসঙ্গে। বাণীদেবীকে বলে ফেললেন, 'বাড়ি হবে ঠিকই কিন্তু সবকটা মাথা খারাপ করে সেখানে গিয়ে উঠব!' সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে এল তীব্র ভর্ৎসনা— বাণীদেবী বললেন, 'দেখ ঊষা, কাজ করলে শক্তি নষ্ট হয় না, কাজ করলে ক্ষমতা আরও বাড়ে। আর কখনও এ রকম কথা বোল না। তোমাদের মুখে এ রকম কথা শুনলে পরবর্তী সকলের ধারণা এ রকমই হবে। মা যদি আজ তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেন না ইচ্ছে করেন, তোমাকে পঙ্গু করে কাজের অযোগ্য করে রেখে দেন, তুমি কী করতে পার? তোমার সাধ্য কি তখন তুমি এ সব কাজ করবে?'

১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাণী দেবী সহ কয়েকজনকে নিয়ে মীরাদেবী এলেন পাণিহাটি। কলকাতার আনুমানিক দশ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্ষদ নিত্যানন্দর লীলাস্থল পাণিহাটিতে জপ, ধ্যান ও নিয়মিত গঙ্গাস্নানে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করে এপ্রিল মাসে আবার ফিরে এলেন আশ্রমবাড়িতে।

এরই মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্প শ্রীসারদা আশ্রমের বিদ্যালয়টি আরম্ভ করার প্রচেষ্টা শুরু হল। কিন্তু নতুন জমিতে নির্মাণকাজ শেষ হতে তখনও অনেক দেরি— বাড়ি না হলে মেয়েরা ক্লাশ করবে কোথায়? এগিয়ে এলেন চন্দ্রশেখর নিয়োগী। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর বাড়ির একতলা তিনি বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন বিদ্যালয় শুরু করার জন্য। শ্রীযুক্ত নিয়োগী জীবনান্তে এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যান।

**১লা জানুয়ারি ১৯৫৭, শুভ কল্পতরু দিবস**। ওই দিন চন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়ির একতলায় বিদ্যালয় আরম্ভ করার পূজা দেওয়া হল। **ক্লাশ শুরু হল ৭ই জানুয়ারি**। সে দিন স্বামীজীর জন্মতিথি। নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের সে দিন কী উৎসাহ আর আনন্দ। মীরাদেবী রেবাকে ডেকে বললেন— 'দেখলি, ইস্কুলের নামে সকলের কী আনন্দ! ইস্কুল আমাদের দাঁড়াবার উপায়, বাঁচার পথ, ইষ্টলাভের উপায়। ইস্কুল না থাকলে আমাদের চলে না।'

মীরাদেবীর একান্ত ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়ের নাম হোক তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক ভগিনী ক্রিশ্চিনের নামে কিন্তু কোনও কারণে আপত্তি করলেন বাণীদেবী। অনেক বিচার বিবেচনার পর স্থির হল নামকরণ হবে 'শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়'।

বিদ্যালয়ের মেয়েরা ঠিক মতো তাদের পড়াশুনো ও কাজ করছে কি না তা নিয়মিত খোঁজ নিতেন মীরাদেবী। পরিদর্শনে আসতেন ল্যান্সডাউন রোডের আশ্রমবাড়ি থেকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন শিক্ষিকাদের কর্তব্যপালনের উপর। **সর্বদাই বলতেন যে সুধীরাদি আর সিস্টারের শিক্ষা যে কোনও মেয়ে কোনও পড়া না পারলে তার দায়িত্ব শিক্ষিকার, মেয়েদের নয়। কোনও মেয়ে কথা শোনে না বা বললে করে না— এ কথা বলাও ছিল মহা অপরাধ।** সুধীরাদেবীর সঙ্গ করার ফলে তাঁর এই গুণাবলী নিজের জীবনেও টেনে নিয়েছিলেন মীরাদেবী।

১লা জানুয়ারি ১৯৫৭, শুভ কল্পতরু দিবস। ওই দিন চন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়ির একতলায় বিদ্যালয় আরম্ভ করার পূজা দেওয়া হল। ক্লাশ শুরু হল ৭ই জানুয়ারি।

অবশেষে ল্যান্সডাউন রোড থেকে বিদায় নেওয়া। পরের বছর (১৯৫৭) ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার, বিগত এগারো বছর ধরে বহু ঘটনার সাক্ষী ৮০/১/এ নম্বর বাড়ি থেকে যুগজননীর স্মৃতিচিহ্নগুলি সহ শেষবারের মতো বেরিয়ে এলেন মীরাদেবী, সঙ্গে অন্য সকলে। গন্তব্য নিউ আলিপুর, পরের ইতিহাস রচিত হবে সেখানেই। সাময়িক ঠাঁই হল চন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়িতে। একবার সকলে মিলে ঠিক করলেন সিনেমা দেখতে যাবেন। সদ্য মুক্তি পেয়েছে পরে বিখ্যাত হওয়া ছায়াছবি 'নীলাচলে মহাপ্রভু'। ভারতী চিত্রগৃহে আশ্রমের আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে দেখে এলেন মীরা দেবী। ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্রীকে নিয়ে গেলেন চিড়িয়াখানায়। জীবজন্তু দেখে, ঘুরে বেড়িয়ে, সিঙাড়া, জিলিপি, ডালমুট ও কমলালেবু সহ জলযোগ করে সমস্ত দিন হৈচৈ করে কাটালেন সকলে।

**১৯৫৮ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য তিথিতে 'ও' ব্লকে নতুন বিদ্যালয় ভবনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হল।** এপ্রিল মাস থেকে নতুন ভবনে শুরু হল ছাত্রীদের ক্লাশ, পরের মাসে নতুন বাড়িতে উঠে এল আশ্রম। **১৫ই আগস্ট** নতুন

বাড়িতে প্রথম উদ্‌যাপিত হল স্বাধীনতা দিবস। গান, কুচকাওয়াজ, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এক সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করল ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত হলঘরে শ্রীশ্রীমায়ের বেদির কাছে বাণীদেবীর সঙ্গে একত্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন **মীরাদেবী**। বললেন— **'আজকে আমি স্বাধীনতার পতাকা তুলিনি। আজকে মাকে সামনে বসিয়ে মায়ের ইচ্ছানুসারে সমগ্র নারীজাতির পতাকা তুলে দিয়ে এসেছি।'**

**১৯৫৯ সালে শ্রীশ্রীমায়ের তিন দিন ব্যাপী জন্মোৎসব পালন করার অঙ্গ হিসেবে ৮ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করলেন কলকাতার তৎকালীন মহানাগরিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।** এই উপলক্ষ্যে পর দিন আহুত জনসভায় সভাপতিত্ব করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

১৯৫৯ সালে শ্রীশ্রীমায়ের তিন দিন ব্যাপী জন্মোৎসব পালন করার অঙ্গ হিসেবে ৮ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করলেন কলকাতার তৎকালীন মহানাগরিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

পার হয়ে গেল অতীতের সব ঊষা। পথ চলা শুরু হল মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তির মধ্যে। কিন্তু সে চলার অন্য কাহিনী।

# আরেকটু ফিরে দেখা
## (সাল : ১৯৩৯ ইং)

Published by
Swami Atmabodhananda
Secretary, Sister Nivedita Girls' School
5, Nivedita Lane, Baghbazar, Calcutta

1940

Printed by
J. N. Dey
Express Printers
20-A, Gour Laha St., Cal.

২

The Ramakrishna Mission
SISTER NIVEDITA GIRLS' SCHOOL
& S A R A D A M A N D I R

REPORT FROM 1930 TO 1939

ISSUED BY THE SECRETARY FROM
5, NIVEDITA LANE, BAGHBAZAR, CALCUTTA.

১

### Local Managing Committee

Swami Madhavananda, *President*
Sj. Sanat Kumar Roy Choudhury, *Vice-President*
Swami Atmabodhananda, *Secretary*
Sreemati Bani Ghosh, *Asst. Secretary. (Founder, SSABB, NA)**
Swami Dayananda, *Treasurer*
Swami Nirvedananda, *Chief Supervisor*
Sreemati Mira Devi, *Member, (Founder, SSABB, NA)**
Dr. Shyamapada Mukherjee, *Member*
Pandit Dakshina Charan Bhattacharya, *Member*

---

### Honorary Auditors

Messrs N. C. Chakravarty & Co., R.A.
*Incorporated Accountants (Lond.)*

---

### Banker

The Central Bank of India, Ltd.
*Shambazar Branch, Calcutta.*

৩

## A NOTABLE SCHOOL

(*The Statesman*, *October* 9, 1939)

Of the many institutions run by the Ramakrishna Mission to which I referred a few days ago, Sister Nivedita Girls' School and Sarada Mandir, situated at Baghbazar, occupies a unique position in the organization.

The School was started in 1902* by Sister Nivedita (Miss Margaret E. Noble) a large-hearted American woman,† who inspired by the teachings of Swami Vivekananda embraced Hinduism and dedicated her life to the service of the poor in India, to give proper education to Hindu girls. She wanted each of them to be loyal to the ideals of their race and be filled with a passion for service. While keeping intact the womans' tenderness and humanity, her great power of service and silent self-effacement, which go to make her the centre of a Hindu home, the school has all along been endeavouring to make Hindu girls more efficient in household duties and the arts and crafts auxiliary to them. It is the aim of the institution to train girl students in such a way that they may be able to solve their own problems.

The institution was made a branch centre of the Mission in 1918 and its usefulness is amply borne out by the ever-increasing rush for admission. The school teaches up to the Matriculation standard, and is served by a number of women teachers, some of whom are honorary workers. The teaching is entirely free. Along with Bengali, Sanskrit, Mathematics, History and Geography are taught, drawing, music, needlework, rules of Hygiene and housekeeping. Religious training is an important part of the curriculum. Special Scriptural classes and occasional lectures are also arranged from time to time for the benefit of the students residing at Sarada Mandir or hostel attached to the School.

—JOHN PRESS

* The school was originally started in 1898.
† Sister Nivedita (Miss Margaret E. Noble) was an Irish woman
Secy. Niv. School.

৪

* *SSABB, NA: Sree Sarada Ashrama Balika Bidyalaya, New Alipore*

# শ্রীসারদা আশ্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট

(সাল : ১৯৪৮ ইং)

MANAGING COMMITTEE

( for 1949 )

*President :*
SM. HIMANSHUBALA BHADURI

*Vice-Presidents :*
SM. SATADAL GHOSH
SM. SIVANI CHAKRAVARTY, M. A.

*Secretary :*
SM. ASHA DEVI, B. A. B. T.

*Assist. Secretary :*
SM. JAYA DEVI, M. A.

*Treasurer :*
SM. TARU DEVI

*Members :*
SM. KALYANI DEVI
SM. ARATI DEVI
SM. KALYANI DEVI
SM. MAYA DEVI, B. A.
SM. ARUNA DEVI, B. A.
SM. ANASUYA DEVI, B. A.
SM. SUDHAMAYEE SENGUPTA, M. A.
SM. BHRAMAR SENGUPTA, M. A.
SM. SANTANA DASGUPTA, M. A.
SM. KALPANA BOSE, M. A.
MRS. JEAN HERBERT

২

SRI SARADA ASHRAMA

*Report for the year 1948*

April, 1949

*Issued by the Secretary.*
80/1A, LANSDOWNE ROAD,
CALCUTTA—25.

১

*All Communications to be addressed to*

*The Secretary,*

SRI SARADA ASHRAMA

80/1A, LANSDOWNE ROAD,

CALCUTTA—25.

৩

# SRI SARADA ASHRAMA

## INTRODUCTION

Through the grace of the Lord, Sri Sarada Ashrama has completed the fourth year of its existence. The Managing Committee of the Ashrama have great pleasure in placing before the public this report which contains a short history of the origin and the growth of the Ashrama and a brief *resume* of its activities during the year 1948.

For the regeneration of our motherland Swami Vivekananda, the patriot-saint of India, proclaimed that both man-making and woman-making institutions should be established all over the country by competent persons and organisations.

Inspired by the teachings and noble ideals of Swami Vivekananda, some women devotees left their hearths and homes a few years ago to lead lives of renunciation and service. These devotees were at first housed in a village outside the city. Subsequently as their number swelled they came to Calcutta and established this Institution to equip themselves more and more spiritually and intellectually and to organise other willing women to follow in the footsteps of Sri Sarada Devi, the Holy Consort of Sri Ramakrishna. From a humble beginning it has grown considerably and attracted the attention of the public.

# শ্রীসারদা মহিলা আশ্রমের নিয়মাবলী

(১৯৪৫ ইং - ১৯৪৮ ইং সালের মধ্যবর্তীকাল)

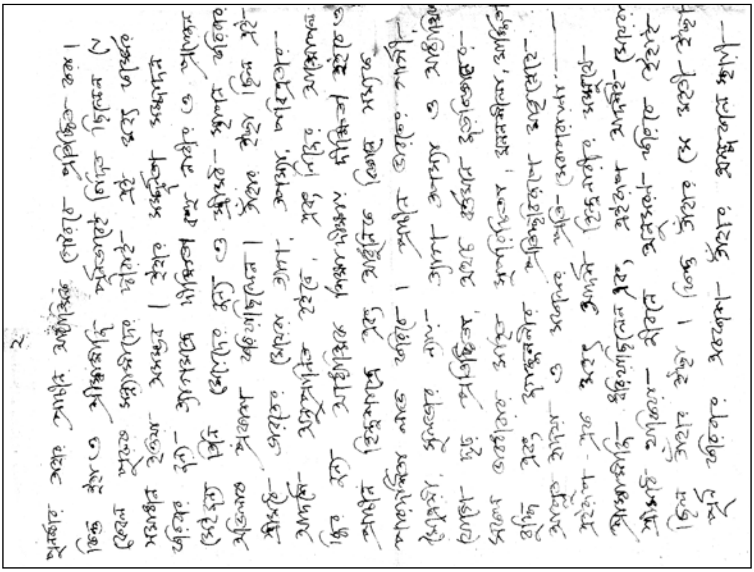

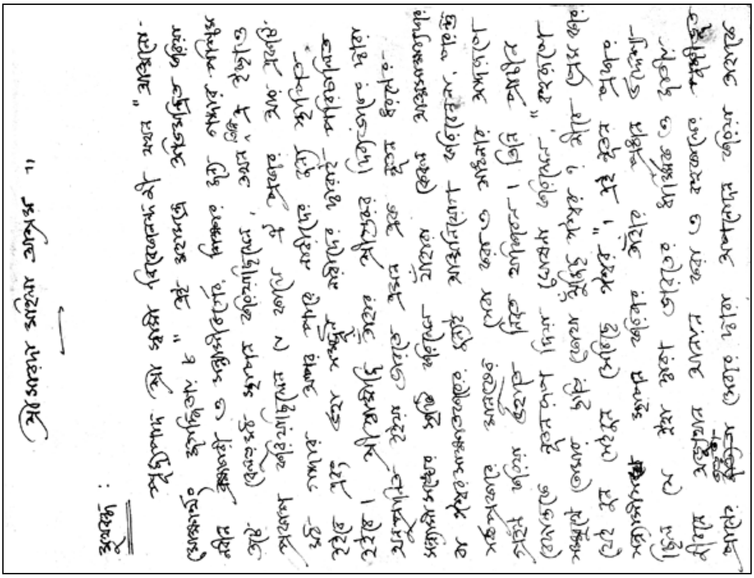

পার্থিবজীবনে আর সম্বন্ধ রাখার ইচ্ছা নাই।

যাহাতে, শ্রীশ্রীমায়ের সেই পবিত্র সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া ও তাঁহার এবং শ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া, কতকগুলি মহিলা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই সমবেতভাবে এই আশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পুণ্যনামেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে এবং তিনিই এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

**উদ্দেশ্য:**

(ক) যে সব নারী আজীবন ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ ও তপস্যার আদর্শ লইয়া জীবন কাটাইতে চান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের আত্মার মুক্তি ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগে সমুৎসুক, তাঁহাদের আবাসস্থল ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্ররূপে গৃহীত হওয়াই এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) ইহাতে অল্পবয়স্কা বালিকাদের ও ~~[illegible]~~ [illegible] ও সধবাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সাময়িক ছাত্রী হিসাবে নেওয়া হইবে। তাহারা আশ্রমের অঙ্গ হইবেন।

**আশ্রমবাসিনী:**

সকল নারীই যাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ ও তপস্যাব্রত অবলম্বনপূর্বক জীবন কাটাইতে চান এবং [illegible]





শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহারাই এই আশ্রমের সদস্যরূপে গৃহীত হইতে পারেন।

কিন্তু যে সব বালিকার বয়স অষ্টাদশ বর্ষের নিম্নে, তাহারা নিজ নিজ অভিভাবকদের স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র আনিলেই এই আশ্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন।

যে সব মহিলাদিগের বয়স চল্লিশ বৎসরের উপর, অথবা কোন দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত, অথবা অতি দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য, অথবা সন্তানবতী, তাঁহারা কখনই এই আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন না।

এই আশ্রমের সদস্যরূপে যাঁহারা গৃহীত হইবেন, তাহাদের সর্বপ্রকার ভার আশ্রমই গ্রহণ করিবে।

**ছাত্রীবিভাগ:**

অভিভাবকদের ~~অবিলম্বে অনুরোধে~~ [insertion: [illegible]] অল্পসংখ্যক বালিকাদের ~~বিদ্যার জন্য ছাত্রী হিসাবে~~ আশ্রমে লওয়া হইবে। তাহাদিগকে ~~[illegible]~~ খাওয়া ও থাকার ~~[illegible]~~ খরচ যথা নির্দিষ্ট ~~[illegible]~~ মাসে মাসে দিতে হইবে।

(সম্প্রতি ছাত্রী বিভাগ স্থগিত আছে: (খোলা হয় নাই))

**আশ্রমের পরিচালনা:**

আশ্রমের পরিচালনার ভার একটি কমিটির উপর অর্পিত আছে। ইহা মাসে একবার সম্মিলিত হয় ও

৫

আশ্রমের কার্যাদির পর্যালোচনা করে। আশ্রমের প্রধানা অধিষ্ঠাত্রীর আদর্শ মত আশ্রমের নিয়মানুসারে আশ্রম বাসিনীদের সকলকেই চলিতে হইবে।

আশ্রমের বিশেষ নিয়ম :

(ক) আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত কোন মহিলাই নিজ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে পারিবেন না। আশ্রমের বাহিরে অন্যান্য গৃহস্থদের বাড়ীতেও কোনদিন গিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই ইহাই মনে মনে দৃঢ় ভাবে পোষণ ধারণা করিবেন যে তাঁহারা নিজ আত্মীয় স্বজন বাড়ী ঘর সকলই জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও পুনরায় ঘরমুখী হইবার ইচ্ছা না করাই তাঁহাদের ব্রত।

(খ) সংযম, অল্পাহার, পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা ও সর্বভূতে প্রেম — ইহাই আশ্রম জীবনের মূলমন্ত্র হইবে।

(গ) এখানে অনাড়ম্বরতাই আশ্রমের নিয়ম হইবে। কোন আশ্রম বাসিনীই পুরুষের সহিত (বেশী) মেলামেশা করিবেননা।

৫

৬

(ঘ) অন্তেবাসী ছাত্রী হিসাবে যে সব মেয়েদের লওয়া হইবে তাহারা বৎসরে দুইবার নিজেদের অভিভাবকদের নিকট যাইতে পারিবে।

(ঙ) এতদ্ব্যতীত আরও যে সব নিয়ম সময় সময় নির্দ্ধারিত হইবে আশ্রম বাসিনীদের সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

ধর্মনিয়ম :

প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোন ধর্মপুস্তক পাঠ করা হইবে এবং সকলকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। সকল আশ্রমবাসিনীকেই সে সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

প্রাতে সকলকেই ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরদের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

সন্ধ্যা আরতির সময় সকলকেই ঠাকুরঘরে উপস্থিত থাকিয়া বন্দনাদি করিতে হইবে।

সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী :

আপাততঃ আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসিনী মহিলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহারা এক স্থানীয় মহিলা

৬

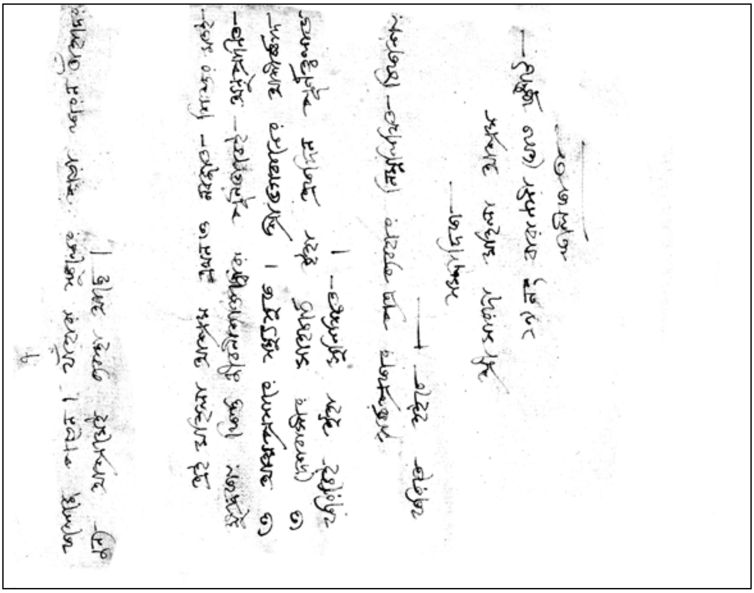

## শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম

**মুখবন্ধঃ**

পূজ্যপাদ শ্রী স্বামী বিবেকানন্দজী যখন "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নবীন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীবর্গের শিক্ষার জন্য গঙ্গার পশ্চিম তটে বেলুড়মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এ ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কালে ঐ প্রকার আর একটি মঠ গঙ্গার অপর পারে নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। শ্রীস্বামীজি তাঁহার শ্রীগুরুর দিব্যভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে এমন এক নূতন ধরণের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সৃষ্টি করিলেন যাঁহারা কেবল আত্মসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের জন্যই আত্মনিয়োগ করিবেন না, পরন্তু সর্ব্বপ্রকারে মানুষের সেবা করা ও সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া উহাতে নিরত থাকিবেন। তিনি প্রাচীন বেদান্তকে নূতন রূপ দিয়া ঘোষণা করিলেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই নূতন প্রকার সন্ন্যাসীসঙ্ঘ স্থাপন করিবার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে ইহা দ্বারা ভারতের ধার্ম্মিক ও জাতীয় জীবনে অভ্যুত্থান আনয়ন করা ও বহুকালের পুঞ্জীভূত প্রাণের জড়তা

সেবার দ্বারা অপনোদন করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার তাহার প্রাচীন আধ্যাত্মিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ইহা ও শ্রীস্বামীজি পূর্ণভাবেই বিদিত ছিলেন যে কেবল পুরুষ সন্ন্যাসীদের দ্বারাই এই মহৎ কর্ম্মের সমাধান হওয়া অসম্ভব। ইহার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিবার জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা বহু নারীরও প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি মেয়েদের জন্যও স্ত্রীমঠ স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই স্ত্রীমঠে ভারতের মেয়েরা ত্যাগ, তপস্যা, পবিত্রতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, এবং নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিতা হইবে ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিবে। প্রাচীন ভারতের গার্গী, মৈত্রেয়ী সুলভার ন্যায় ত্যাগ তপস্যা ও আধ্যাত্মিক যোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা, অথচ বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের সকল ভাবধারার সহিত সুপরিচিতা, মননশীলা, মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবিরূপে মাতৃস্নেহে আপ্লুত হৃদয়া ও সকলের প্রতি সেবাপরায়ণা— এইরূপ এক মহৎ আদর্শ হিন্দুনারীর সম্মুখে শ্রীস্বামীজি ধরিয়াছিলেন এবং এইরূপ আদর্শই মেয়েরা স্ত্রীমঠে থাকিয়া জীবনে অনুসরণ করিবে ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু তাঁহার সে মহতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অবকাশ তাঁহার অল্পকাল স্থায়ী পার্থিব জীবনে আর সম্ভবপর হয় নাই।

যাহা হউক, শ্রীস্বামীজির সেই পবিত্র সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া ও তাঁহার এবং শ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, কতকগুলি মহিলা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই সমবেতভাবে এই আশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পুণ্যনামেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে এবং তিনিই এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

**উদ্দেশ্য:**

(ক) যে সব নারী আজীবন ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যার আদর্শ লইয়া জীবন কাটাইতে চান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজের আত্মার উন্নতি ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগে সমুৎসুক, তাঁহাদের আবাসস্থল ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্ররূপে গৃহীত হওয়াই এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) ইহাতে অল্পবয়স্কা বালিকাদের ধর্ম্ম ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য সাময়িক ছাত্রী হিসাবে লওয়া হইবে। তাহারা আশ্রমের অঙ্গ হইবেনা।

**আশ্রমবাসিনী:**

সকল নারীই যাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্যার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন কাটাইতে চান এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারাই এই আশ্রমের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারেন।

কিন্তু যে সব বালিকার বয়স অষ্টাদশ বর্ষের নিম্নে, তাহারা নিজ নিজ অভিভাবকদের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র আনিলেই এই আশ্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন।

যে সব মহিলাদিগের বয়স চল্লিশ বৎসরের উপর, অথবা কোন ধাতুগত রোগগ্রস্ত, অথবা অতি ক্ষীণ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অথবা সন্তানবর্তী, তাঁহারা কখনই এই আশ্রমের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেন না।

এই আশ্রমের অঙ্গরূপে যাঁহারা গৃহীত হইবেন, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার আশ্রমই গ্রহণ করিবে।

**ছাত্রীবিভাগ**

অভিভাবকদের অনুরোধে শিক্ষার জন্য ছাত্রী হিসাবে বালিকাদের আশ্রমে লওয়া হইবে। তাহাদিগকে খাওয়া ও থাকা বাবদ যথা নির্দ্দিষ্ট খরচ মাসে মাসে দিতে হইবে।

(সম্প্রতি ছাত্রী বিভাগ স্থানাভাব বশতঃ খোলা হয় নাই)

**আশ্রমের পরিচালনা**

আশ্রমের পরিচালনার ভার একটি কমিটির উপর অর্জিত আছে। উহা মাসে একবার সম্মিলিত হয় ও আশ্রমের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা করে। আশ্রমের প্রধানা অধ্যক্ষার আদেশ মত আশ্রমের নিয়মানুসারে আশ্রম বাসিনীদের সকলকেই চলিতে হইবে।

**আশ্রমের বিশেষ নিয়ম**

(ক) আশ্রমের অন্তর্ভূক্ত কোন মহিলাই নিজ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে পারিবেন না। আশ্রমের বাহিরে অন্যত্র গৃহস্থদের মধ্যেও বেশীদিন গিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা সকলেই ইহাই মনে মনে দৃঢ় ভাবে ধারণা করিবেন যে তাঁহারা নিজ আত্মীয়-স্বজন, বাড়ী, ঘর সকলই জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ও পুনরায় তদমুখী হইবার ইচ্ছা না করাই তাহাদের ব্রত।

(খ) সংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা ও সর্ব্বভূতে প্রেম— ইহাই আশ্রম জীবনের মূলমন্ত্র হইবে।

(গ) অশন বসনে অনাড়ম্বরতাই আশ্রমের নিয়ম হইবে। কোন আশ্রমবাসিনীই পুরুষের সহিত বেশী মেলামেশা করিবেন না।

(ঘ) অস্থায়ী ছাত্রী হিসাবে যে সব মেয়েদের লওয়া হইবে তাহারা বৎসরে দুইবার নিজেদের অভিভাবকদের নিকট যাইতে পারিবেন।

(ঙ) এতদতিরিক্ত আরও যে সব নিয়ম সময়ে সময়ে নির্দ্ধারিত হইবে আশ্রমবাসিনীদের সকলকেই উহা মানিয়া চলিতে হইবে।

**ধর্ম্মশিক্ষা**

প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা হইবে এবং সকলকে উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। সকল আশ্রমবাসিনীকেই সে সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

প্রাতে সকলকেই ঠাকুরঘরে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য জপধ্যান করিতে হইবে।

সন্ধ্যায় আরতির সময় সকলকেই ঠাকুর ঘরে উপস্থিত থাকিয়া বন্দনাদি করিতে হইবে।

**সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা**

আপাততঃ আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে কতকগুলি মহিলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহারা এক স্থানীয় মহিলা কলেজে পড়েন। যাঁহারা স্কুলের পড়া করেন তাঁহাদের জন্য আশ্রমেই ব্যবস্থা আছে।

এই মহিলা অশ্রম এখনও নবজাত শিশুর মতই ক্ষুদ্রকায় কিন্তু জীবনীশক্তিদ্বারা পূর্ণভাবেই অনুপ্রাণিত ও আত্মপ্রসারে সমুৎসুক। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ও দেশবাসীর সাহায্যে ইহা একদিন পূর্ণত্বলাভ করিবেই ইহা সুনিশ্চিত।

সর্ব্বপ্রকার পত্র ব্যবহার নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে—

**সম্পাদিকা***<br>
শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম<br>
১৯ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট<br>
কলিকাতা

* **আশা দেবী (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর)**

---

# অতীতের ঊষার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৪ ইং - ১৯৫১ ইং সালের কতিপয় সংগৃহীত তথ্য সংকলন

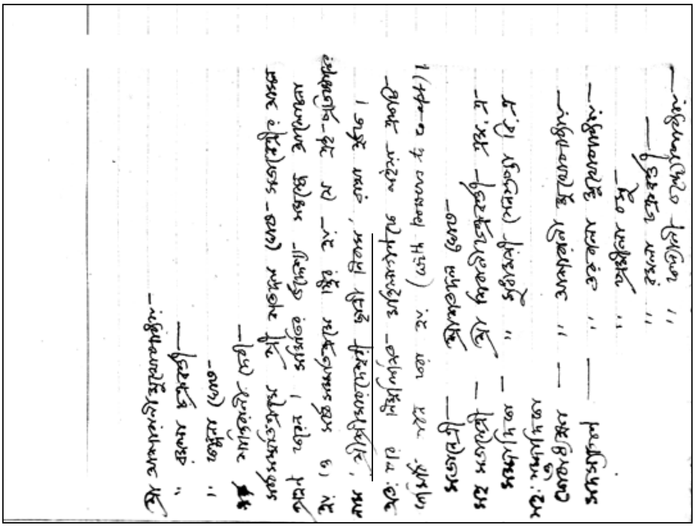

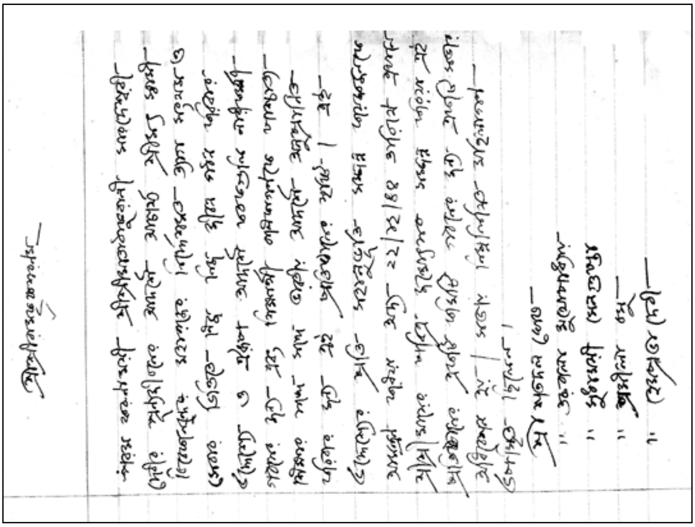

অতঃপর সমিতির উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য একটি আবেদন প্রচার করা স্থির হইল ও উক্ত আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করাইয়া লইয়া উহা আশ্রমবাসিনীগণের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইয়া উহা ছাপাইবার জন্য সহ সম্পাদিকার উপর ভার দেওয়া হইল। ঐ সাথে কতকগুলি রসিদ বই ছাপাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

শ্রী শতদল ঘোষ
১।৬।৪৫

৩

সবিনয় নিবেদন

আগামী ২৯শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ১৭ কামিনী ঘোষ স্ট্রীটে (আশ্রমে) শ্রী সারদা মহিলা আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির একটি অধিবেশন হইবে। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীআশারাণী মুখোপাধ্যায়
সহ- সম্পাদিকা

আলোচ্য বিষয়:—

১। অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ।
২। ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা।
৩। আশ্রমের নাম পরিবর্তন।
৪। বিবিধ।

৪

শ্রী সারদা মহিলা আশ্রমের পরিচালক সমিতির
তৃতীয় অধিবেশন — স্থান — ১৭ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট —
সময় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা —
২৬. ৮. ৪৫.

উপস্থিত সদস্যাগণ: —
১। শ্রী শতদল ঘোষ ২। শ্রীতরুবালা মুখোপাধ্যায় —
৩। শ্রীসুহাসিনী সেনগুপ্তা ৪। শ্রী প্রমীলা বসু
৫। শ্রীআশালতা মুখোপাধ্যায় — ৬। শ্রীশেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
সমিতির সভানেত্রী শ্রী শতদল ঘোষ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ: —
১। গত অধিবেশনের বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।
২। শ্রী অঞ্জলি ঘোষ, শ্রী অরুণা মুখোপাধ্যায়, শ্রী রেবা মজুমদার ও শ্রী মনোরমা সেনগুপ্তাকে এই পরিচালক সমিতিতে অতিরিক্ত সদস্যারূপে গ্রহণ করা হইল।
৩। সেপ্টেম্বর মাস হইতে Bengal Central Bank, Bank of India or Nath Bank হইতে যে কোন একটিতে আশ্রমের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলার —

৫

প্রস্তাব গৃহীত হইল। শ্রীতরুবালা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীআশালতা মুখোপাধ্যায়ের উপর উক্ত বিষয়ের ভার দেওয়া হইল। ইঁহাদের সহি যে কোন দুইজন স্বাক্ষরকারী টাকা তুলিতে পারিবেন।
৪। আশ্রমের পূর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া "শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম" রাখা হইল।
৫। আশ্রমের পরিচালক সমিতির সভ্যাগণের মধ্যে চতুর্থাংশ উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য চলিতে পারিবে।

সভানেত্রী — শতদল ঘোষ
১. ১২. ৪৫.

৬

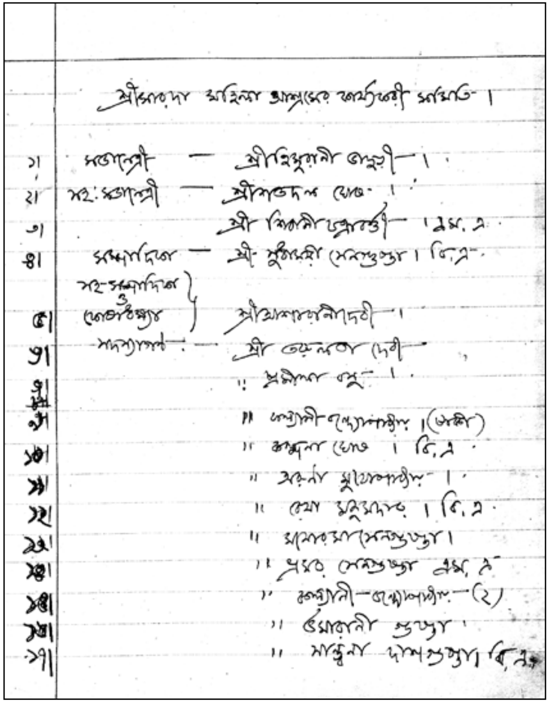
শ্রীসারদা মহিলা আশ্রমের কার্যকরী সমিতি।

১। সভানেত্রী — শ্রীহিরন্ময়ী ভাদুড়ী।
২। সহ: সভানেত্রী — শ্রীশতদল ঘোষ।
৩। শ্রী শিবানী চক্রবর্তী। এম. এ.
৪। সম্পাদিকা — শ্রী সুনীতি সেনগুপ্তা। বি. এ.
৫। সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ — শ্রীআশালতা দেবী।
৬। সদস্যাগণ: — শ্রী জয়লতা দেবী
৭। " প্রমীলা বসু।
৮। " কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। (ভক্তি)
৯। " কমলা ঘোষ। বি. এ.
১১। " অরুণা মুখোপাধ্যায়।
১২। " রেখা মজুমদার। বি. এ.
১৩। " মালবিকা সেনগুপ্তা।
১৪। " প্রভা সেনগুপ্তা এম. এ.
১৫। " কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (২)
১৬। " উমারানী গুপ্তা।
১৭। " মঞ্জুলা দাশগুপ্তা। বি. এ.

৭

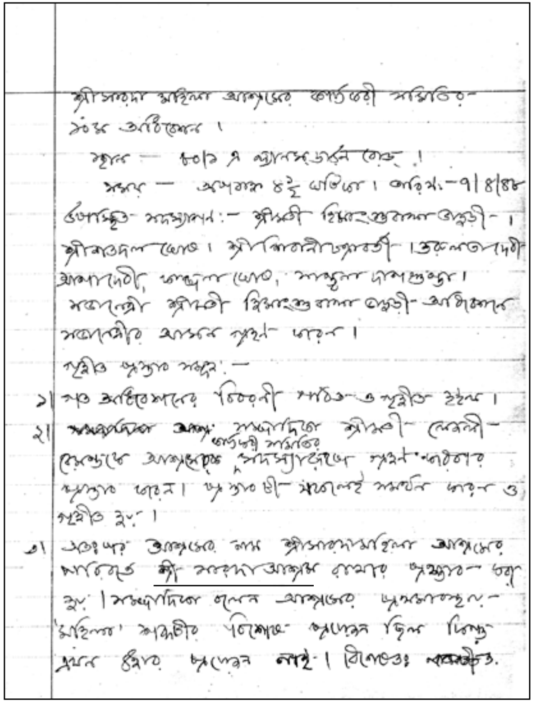
শ্রীসারদা মহিলা আশ্রমের কার্যকরী সমিতির
১০ম অধিবেশন।
স্থান — ৮০/২ এ ল্যান্সডাউন রোড।
সময় — অপরাহ্ন ৪½ ঘটিকা। তারিখ:— ৭।৪।৪৮
উপস্থিত সদস্যাগণ:— শ্রীমতী হিরন্ময়বালা ভাদুড়ী।
শ্রীশতদল ঘোষ। শ্রীশিবানী চক্রবর্তী। জয়লতা দেবী
আশালতা দেবী, কমলা ঘোষ, মঞ্জুলা দাশগুপ্তা।
সভানেত্রী শ্রীমতী হিরন্ময়বালা ভাদুড়ী মহাশয়া
সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।
গৃহীত প্রস্তাব সমূহ:—
১। গত অধিবেশনের বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।
২। সম্পাদিকা শ্রীমতী সেনগুপ্তা— কার্যকরী সমিতির
বেলুড়ের আশ্রমের সদস্যাদের গ্রহণ করিবার
প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সকলেই সমর্থন করেন ও
গৃহীত হয়।
৩। অতঃপর আশ্রমের নাম শ্রীসারদামহিলা আশ্রমের
পরিবর্তে শ্রী সারদা আশ্রম রাখার প্রস্তাব গৃহীত
হয়। সম্পাদিকা বলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকালে
'মহিলা' শব্দটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল কিন্তু
এখন উহার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ

৮

মহিলা সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা অনেক দীর্ঘতর হইয়া আছে। কিন্তু শ্রীমতী লেবলী মেমশু বলেন আমাদের দেশে 'মহিলা' এই শব্দটির দ্বারা প্রকৃত সমাদৃত প্রকাশ পায়। কিন্তু আলোচনার পর স্থির হয় শ্রী সারদা আশ্রমই কথা হইতে যত শিশুদিগের জন্য — লাহোর নীচে প্রাণেশ্বর মতি — 'মহিলাদের জন্য' এই কথাটি লিখিতে হইবে নতুবা অসম্পূর্ণ —, থাকিবে স্থির করিলেন।

স্থানীয় প্রচারকের জন্য এবং ~~[illegible]~~ Mission work এর সুবিধার জন্য সম্প্রদায়ের আলোচনা — একটি registered body কে দাখিল করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সম্পাদিকা বলেন আশ্রমের নূতন বাড়ীর জন্য অগ্রিম টা: ৪০০০, টাকা শ্রীমতী লেবলী মেমশু হাতে দিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সভানেত্রী মহাশয়া ও শ্রীমতী লেবলী মেমশুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সম্পাদিকা বলেন আশ্রমের নূতন বাংলোর কাজগুলি Mr. Overtoon মহাশয় সম্পূর্ণ

৯

৪০ ও মহিলার দাবিতে ও তিনি বলেন আমাদের আশ্রমের জন্য তাহার নাইতে অসম্ভব হয়। ঐ টাকার অগ্রিম তাহার ২৭৫ টাকা দিলেই শেষ করিবেন। এখন টাকার সহিত বাকীটা ও ~~[illegible]~~ ৭ দেওয়া এবং ১ দেওয়া optional করা স্থির হয়। ঐ টাকার জন্য + ও অগ্রিম ১৫০০, টাকা দিতে হইবে। সকলেই উহাতে সম্মত হন। সম্পাদিকা আরও বলেন সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কিছুই আশ্রমের জন্য সাহায্য আসিবে। সকলেই বলেন donation বাবদ মোট টাকা পাওয়া গেলে প্রথমেই শ্রীমতী লেবলী মেমশুর ঋণ শোধ করা হইবে।

৮। শ্রীমতী লেবলী রায়ের কাছের পূর্বের মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীসারদা মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতে আমার অনেক ছাত্রী দুঃস্থিতাদের ভার লইতে পারিত কিনা। কমিটি ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে আশ্রম এ ভার লইতে পারে এবং যদি করা স্থির হয় তাহা হইলে তাহার সুবিধার জন্য সরকারের সহিত ঐ চুক্তিগুলি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর:

১০

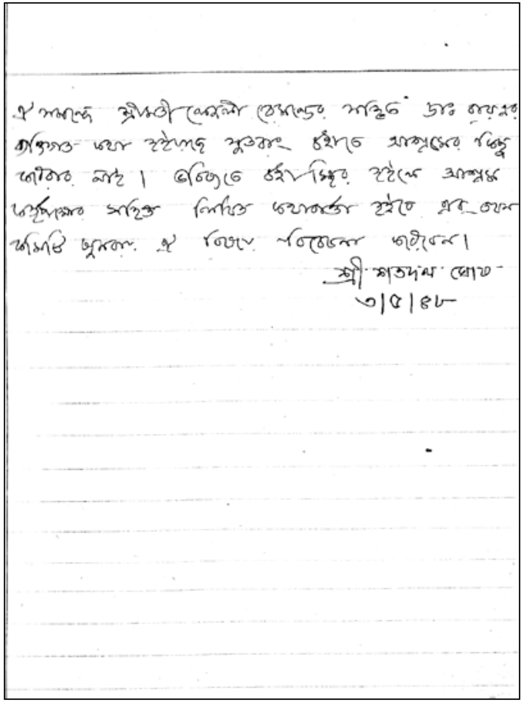

এ সম্বন্ধে শ্রীমতী বেলা দেবেন্দ্রের সহিত ডাঃ বসুর আলাপ-আলোচনা হইয়াছে সুতরাং উহাতে আশ্রমের কিছু করার নাই। ভবিষ্যতে উহা স্থির হইলে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সহিত লিখিত যোগাযোগ হইবে এই মত সকলে এই বিষয়ে মতামত জানাইলেন।

শ্রী শান্তনু ঘোষ
৩/৫/৫৮

১১

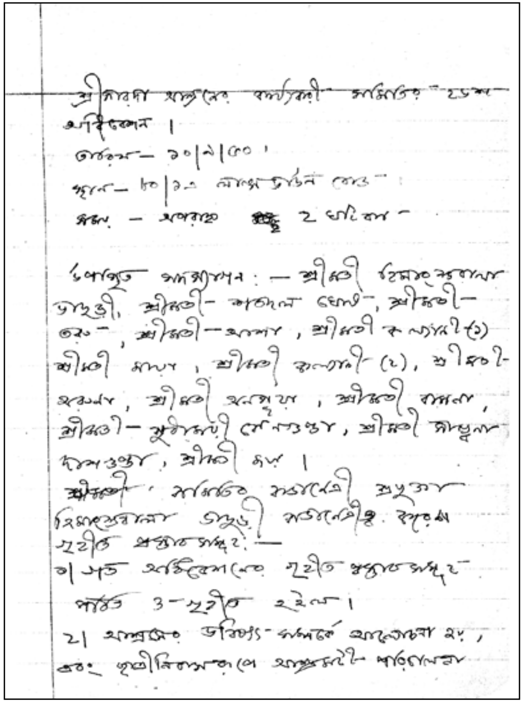

শ্রীসারদা আশ্রমের কার্যকরী সমিতির উচ্চ অধিবেশন।

তারিখ — ১০/৯/৫০।

স্থান — ৮০/১এ লান্সডাউন রোড

সময় — অপরাহ্ন ২ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যগণ :— শ্রীমতী হেমপ্রভাবালা ভাদুড়ী, শ্রীমতী কমলা ঘোষ, শ্রীমতী রেণু, শ্রীমতী অমলা, শ্রীমতী কল্যাণী (১), শ্রীমতী মায়া, শ্রীমতী কল্যাণী (২), শ্রীমতী সরলা, শ্রীমতী অনুপমা, শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী সুহাসিনী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী মঞ্জুলা দাসগুপ্ত, শ্রীমতী রুবি।

সমিতির সভানেত্রী শ্রদ্ধেয়া হেমপ্রভাবালা ভাদুড়ী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :—

১। গত অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব সমূহ পাঠ ও গৃহীত হইল।

২। আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হয়, এবং দুর্গাপূজাকালে আশ্রমবাসী পরিবারের

১২

কাংকার। অনুষ্ঠান প্রস্তাব ... হয়। সম্পাদিকা
শ্রীযুক্তা অঞ্জলি দেবী- ৩১শে মার্চ, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত
আয়-ব্যয় হিসাব নিকাশ-পরীক্ষিত হওয়ার পরীক্ষার
কাগজ উপস্থাপন করেন। নগদ টাকা ২৮.।।৯/
ও ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক— ৪১১৪—৮—১১ পাই জমা
আছে। ইহার মধ্যে— fixed account এ
৭৫০ টাকা আছে, বাকী— current account-
এ রাখা আছে। উপরোক্ত টাকার মধ্যে-
শ্রীশঙ্কর সেন কর্তৃক ৪০০০ টাকা Special
Donation Account for Building এ
আছে, তাহা উক্ত সংকল্পিত কাজ ভিন্ন অন্য কোনও
উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে না।

৩। অতঃপর— সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অঞ্জলি দেবী
সম্পাদিকার পদত্যাগ করেন — কেবল উহা
গৃহীত হয়।

৪। অতঃপর সহকারী সম্পাদিকা ... দেবী ও
কোষাধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা ... দেবী পদত্যাগ পত্র
দাখিল করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

৫। অতঃপর অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে—
শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী, শ্রীযুক্তা মায়া দেবী,

১৩

১২। অতঃপর — ... পরিচালনা সম্বন্ধে
... শ্রীমতী সুধীর ..., শ্রীমতী —
..., শ্রীমতী ..., শ্রীমতী —
হেমলতা দেবী ছাত্রী নিবাস পরিচালনা
করিবেন ও উহাদের সমস্ত ব্যাপারে —
দায়িত্ব বহন করিবেন। শ্রীমতী হেমলতা
সেন যে, ছাত্রী-নিবাসের Superintendent
নির্বাচিত করা হইল।

১৩। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদিকা
শ্রীযুক্তা অঞ্জলি দেবী পদত্যাগ করেন, তৎস্থলে
শ্রীমতী- মঞ্জুলা দাশগুপ্তাকে— ... - সম্পাদিকা
নির্বাচিত করা হইল।

১৪। অতঃপর সমস্ত— ... কমিটি,
... সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা
অঞ্জলি দেবী— উপস্থাপন করেন।

১৫। ... —
... পর্যন্ত ...
...
... করিবেন।

১৬। উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রী ... ঘোষ ২০/৮/৫০

... ১৪/১০/৫০

১৪

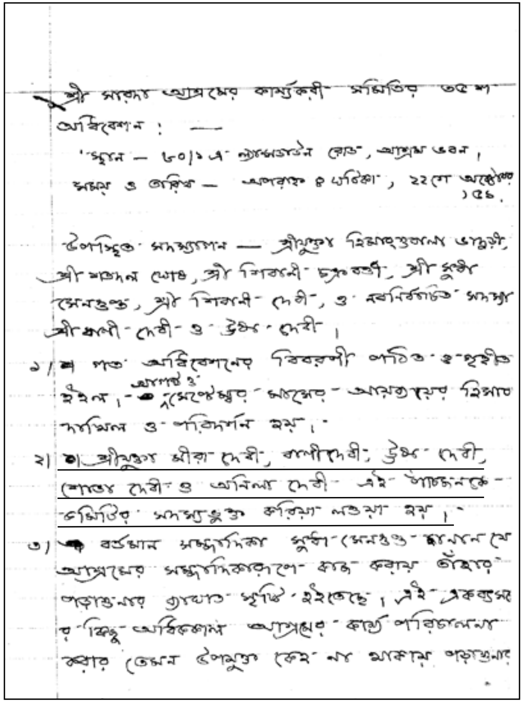

শ্রী সারদা আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির তৃতীয় অধিবেশন :—

স্থান — ৮০/১এ ল্যান্সডাউন রোড, আশ্রম ভবন,
সময় ও তারিখ — অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৬.

উপস্থিত সদস্যগণ — শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন ভাদুড়ী, শ্রী সত্যানন্দ ঘোষ, শ্রী শিবানী চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুধীর সেনগুপ্ত, শ্রী শিবানী দেবী, ও নবনির্বাচিত সদস্যা শ্রী কালী দেবী ও উমা দেবী।

১। গত অধিবেশনের বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল ও পরিদর্শন হয়।

২। শ্রীযুক্তা মীরা দেবী, কালী দেবী, উমা দেবী, গৌরী দেবী ও অনিলা দেবী এই পাঁচজনকে সমিতির সদস্যভুক্তা করিয়া লওয়া হয়।

৩। বর্ত্তমান সম্পাদিকা সুধা সেনগুপ্ত জানান যে আশ্রমের সম্পাদিকারূপে কাজ করায় তাঁহার পড়াশুনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে। এই অল্পবয়সে কিছু অভিজ্ঞতায় আশ্রমের কার্য্য পরিচালনায় অন্য তেমন উপযুক্ত কেহ না থাকায় পড়াশুনার

১৫

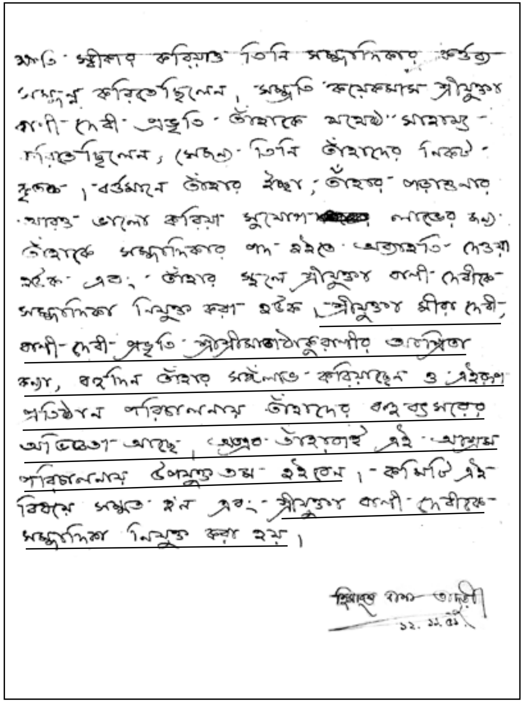

ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি সম্পাদিকার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, সম্প্রতি কয়েকমাস শ্রীযুক্তা কালী দেবী প্রভৃতি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন, (সেজন্য) তিনি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বর্তমানে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার পড়াশুনার আরও ভালো করিয়া সুযোগ [redacted] লাভের জন্য তাঁহাকে সম্পাদিকার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক এবং তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা কালী দেবীকে সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হউক। শ্রীযুক্তা মীরা দেবী, কালী দেবী প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর আশ্রিতা কন্যা, বহুদিন তাঁহার সংস্পর্শে কাটাইয়াছেন ও এইরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁহাদের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে, অতএব তাঁহারাই এই আশ্রম পরিচালনায় উপযুক্ততম হইবেন। কমিটি এই বিষয়ে সম্মত হন এবং শ্রীযুক্তা কালী দেবীকে সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হয়।

প্রিয়দারঞ্জন ভাদুড়ী
১২. ১১. ৫৬.

১৬

সবিনয় নিবেদন

আগামী ৭ই জানুয়ারী ২১ শে পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রী সারদা আশ্রমে (৩০/১ ব্রজদুলাল স্ট্রীট) কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে। আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিনীতা
রানী দেবী
সম্পাদিকা
৩১. ১২. ৫৫

কার্য্য সূচী—
১। গত অধিবেশনের বিবরণী পাঠ
২। গত বৎসরের হিসাব
৩। পরিদর্শক সমিতির বিবরণ
৪। শ্রীশ্রী মায়ের উৎসব
৫। বিবিধ

| | |
|---|---|
| উষা সেন | শ্রীমীরা দেবী |
| শকুন্তলা | শিবানী দেবী |
| অমিলা রায় | রেবা রায় |
| শোভা সেন | |

১৭

৭ই জানুয়ারী - ১৯৫৫, বিকাল ৪ ঘটিকা

| | কার্য্যকরী সমিতির সভ্যাগণের নাম | | উপস্থিত সভ্যাগণের নামের স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১ | সভানেত্রী - শ্রীযুক্তা সুনীতি বালা গুপ্ত | | |
| ২ | সহ সভানেত্রী - " | সুভদ্রা হালদার | Subhadra Haldar |
| ৩ | সম্পাদিকা " | রানী দেবী | রানী দেবী |
| ৪ | সহ " " | ঊষা দেবী | ঊষা দেবী |
| ৫ | সভ্যা " | মীরা দেবী | শ্রীমীরা দেবী |
| ৬ | " " | শ্রদ্ধা লুইস | Shraddha Louis |
| ৭ | " " | শান্তা সেন | |
| ৮ | " " | জ্যোতির্ময়ী সরকার | জ্যোতির্ময়ী সরকার |
| ৯ | " " | মনিমালা চ্যাটার্জি | মনিমালা চ্যাটার্জি। |
| ১০ | " " | বেলারানী দে | বেলারানী দে |
| ১১ | " " | শোভা দেবী | শোভা দেবী |
| ১২ | " " | অমিলা দেবী | অমিলা দেবী |
| ১৩ | " " | শিবানী দেবী | শিবানী দেবী |
| ১৪ | " " | বিজয় দাশগুপ্ত | |
| ১৫ | " " | রেবা রায় | রেবা রায়। |

১৮

# ‘আপনি করিলে আপনার পূজা...’

স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবীর অবয়বে স্বয়ং আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হয়েছিলেন; তাঁর সত্তায় মানবী ও দেবী ভাবের সার্থক সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। তাঁর আচরণ-বিচরণে লৌকিক ও অলৌকিক ভাবের সহাবস্থান দেখে তাঁর নিকটজনেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, কখনও বা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন— সেসব কথা ও কাহিনী দুর্বোধ্য বা রহস্যজনক মনে হলেও তাদের সত্যতা অনস্বীকার্য। শ্রীমায়ের জীবনপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুন্দর ফুলের মতো বিচিত্র ঘটনাবলী এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এসব মনোহর ফুল তাঁর মহিমার পরিচায়ক, তাঁর লীলাবিলাসের নিদর্শন। এদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে চমৎকার-দর্শন পুষ্পটি হচ্ছে শ্রীমায়ের নিজের হাতে নিজের পূজানুষ্ঠান। ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর এধরণের লীলাবিলাসের কথা ভাবলেই মনে ভেসে ওঠে একটি গানের কলি: ‘আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান।’ শুধু মাত্র ভাবার্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেও শ্রীমা নিজের পূজা নিজ হাতে করেছিলেন, এমনকি নিজের মহিমার স্তুতি করেছিলেন। তিনি করেছিলেন আমাদের প্রতি তাঁর অহেতুকী অনুকম্পাবশতঃ। পাছে সহজলভ্য শ্রীমাকে চিনতে না পেরে তাঁর সেবা পূজা করার দুর্লভ সুযোগ হারাই সেজন্যই বোধ করি তিনি নানা-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। নিজের স্বরূপের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে তিনি আমাদের শেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে

---

**(উপরের ছবি) শ্রীসারদা আশ্রমের গর্ভগৃহে সংরক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত ৩টি প্রতিকৃতি**

আমাদের তাঁর সঙ্গে আপনজনের মতো সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিভাবে তাঁর শ্রীচরণে শরণাগতি নিতে হবে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এধরণের শিক্ষালাভ করে মানুষ ইহজীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে, সাধক হৃদয়ে 'আত্মদীপ' জ্বেলে ব্রহ্মময়ীর মুখদর্শন করবে, তাদের মানুষ জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মানুষ মনে-প্রাণে বুঝতে পারবে ঠাকুরের একটি বাণীর তাৎপর্য। তিনি বলতেন, 'তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়— আমরা সব দূরের লোক, পরের ছেলে।'

আমরা লক্ষ্য করি, কারোর মধ্যে দৈব শক্তির উদ্ভাস বেশী দেখলে মানুষ তাঁকে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, ভয় করে, আপনজন বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, তাঁর মূর্তি বেদীতে সংস্থাপিত করে তাঁর পূজা করে। স্বয়ং আদ্যাশক্তি অতীতে মানুষের মাঝে মানুষের সাজে বারংবার অবতীর্ণ হয়েছেন। এবার তিনি শ্রীসারদামণি বপুতে আবির্ভূতা হয়ে অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী তথা লীলাসঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীন অকিঞ্চন পরিবেশে এক সামান্য গ্রামীণ রমণীর সাজে উপস্থিত হয়েছিলেন, এক অত্যাশ্চর্য জীবনযাপন করছিলেন। মানুষ মাত্রই যে তাঁর অতি আপনার, মানুষের কল্যাণের জন্য যে তাঁর গভীর আকুতি তা বুঝাবার জন্য। মানুষ তাঁকে নিজের মা, সত্যিকারের মা বলে বুঝতে পারলে তিনি খুশি হতেন। তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি দেখলে তিনি সন্তুষ্ট হতেন। কৃপাময়ী মায়ের কৃপা করবার আকাঙ্খা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর দিনচর্যায়। এই স্পষ্টতার সঙ্গে মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর শুদ্ধ স্নেহ ও অপরের প্রতি কল্যাণেচ্ছা। মাতৃভাবের পরম বিকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর কৃপাঘন জীবনখানি পরিক্রমা করলে একটি কথা বারংবার মনে হয়। সে কথাটি হচ্ছে: 'মা-নাম শেখাতে সবে, মা হয়ে এসেছে ভবে।'

শ্রীমা সারদাদেবী পূর্ণ বিকশিত মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা। সবাই তাঁর সন্তান, সবাই তাঁর স্নেহ, সেবা ও যত্নের সমান অংশীদার। তাঁর সন্তান-বাৎসল্য কোন শর্তসাপেক্ষ ছিল না, কোন গুণ বিশেষের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষা করত না। তিনি ছিলেন চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী, সহজ ভাবময়ী, আনন্দময়ী। সন্তানমাত্রেই তাঁর সাহচর্যে, সুখ ও তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যেত।

অথচ দৃঢ় চরিত্রের মা সারদা ছিলেন মৃদুতা, ক্ষমা ও সহনশীলতার সম্পদে বিভূষিতা। কিন্তু তিনি এমন সাধারণ জীবন যাপন করতেন যে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারেনি, বরঞ্চ ভুল বুঝেছে, তুচ্ছ— তাচ্ছিল্য করেছে। তাঁর গ্রামবাসীদের কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেছিল, 'সারি বামনি, তার আবার মন্দির!'

ঈশ্বর বা ঈশ্বরী মানুষের সত্যিই অতি আপনার জন একথা মানুষকে বুঝতে তিনি তাঁর চোখ-ধাঁধানো দেব-ঐশ্বর্য সকল গোপন করেছিলেন। তিনি প্রেমময় ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে মান-হুশ করতে চেষ্টা

করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে তাঁর আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি করার পথ দেখাতে। এই দুঃসাধ্য ভূমিকা পালন করবার জন্য তিনি বিশ্বজননী হয়েও পার্থিব এক মাতৃমূর্তি ধারণ করেছিলেন, আবার কৃপাপরবশ হয়ে কখনো কখনও তাঁর দৈবসত্ত্বার প্রমাণ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে নিজমুখে বলেছিলেন, আবার কখনও বা অতীতে বিভিন্ন অবতার সঙ্গিনীর ভূমিকায় তাঁর নিজের কীর্তিকলাপ স্মরণ করেছিলেন। মানুষ ঐশ্বর্য ভালবাসে। ঈশ্বরের মধ্যে ঐশ্বর্য দেখতে চায়। এ কারণে তাঁর নিজের স্ব-মহিমার কিছু কিছু আভাস দিয়ে তিনি মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর এ ধরণের আচরণ সকলের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আচরণটি তাঁর হচ্ছে নিজ হাতে নিজের পূজা করা। আশ্চর্য সুন্দর সে সব কাহিনী। তাদের কয়েকটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

শ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমকে বলতেন তাঁর বৈঠকখানা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। অগ্রহায়ণের আরম্ভ। একদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে জয়রামবাটী থেকে শ্রীমা পালকিতে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী লক্ষ্মীদি, রাধারাণী প্রভৃতি যাত্রা করলেন গরুর গাড়িতে। কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌঁছে শ্রীমা স্নান করেন। তারপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের ও নিজের আলোকচিত্র স্থাপন পূর্বক যথাবিধি তাঁদের পূজা করেন। তাঁর নির্দেশে হোম করেন কিশোরী মহারাজ। পূজার পর সকলে মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীমা আহারাদি সেরে নিয়ে আটটা নাগাদ গরুর গাড়িতে যাত্রা করেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য সেসময় থেকে কোয়ালপাড়া আশ্রম শ্রী ঠাকুর ও শ্রীমায়ের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর পূর্বেই ঘটেছিল আর একটি ঘটনা। ঘটনার কাল ১৯০৮। তাঁর প্রিয় সন্তান ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কাইজার)-এর অনুরোধে শ্রীমা তাঁর শাঁখারিটোলার ভাড়া বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ললিতমোহন বিলাতের এক সাহেব শিল্পীকে দিয়ে শ্রীমায়ের একটি বড় রঙিন তৈলচিত্র আঁকিয়েছিলেন। মা সেই তৈলচিত্রটিতে তাঁর নিজের পূজা করেন ফুল চন্দন দিয়ে। ললিতমোহনের মহা আনন্দ। ঐ বাড়িতেই শ্রীমা তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। ললিতমোহন গর্ব করে বলতেন, 'উদ্বোধন বাড়ি হবার বহু আগে আমার শাঁখারিটোলার ভাড়া বাড়িতে গিয়ে মা তাঁর নিজের 'অয়েল' ছবিটিতে আমার কথায় নিজে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে, আমাকে দীক্ষা দেন। আমাকে, কি বলে, যা তা ভাবিস, তোরা?' 'কি বলে' বলা ললিতমোহনের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় তৃতীয়াতে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর গড়ে উঠেছিল মাতৃমন্দির। গর্ভমন্দিরে কালো পাথরে বেদীর উপর স্বামী সারদানন্দ ঐ তৈলচিত্রখানি শ্রীমায়ের বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ চিত্রে শ্রীমায়ের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয় একনাগাড়ে ত্রিশ বছর। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে ঐ তৈলচিত্রের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীমায়ের অতিসুন্দর শ্বেতমর্মর মূর্তি। মূল তৈলচিত্রখানি বর্তমানে বেলুড়মঠের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।

তৃতীয় ঘটনা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের। শ্রীমা স্ত্রী ভক্তদের নিয়ে কাশীতে লক্ষ্মীনিবাসে বাস করছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সেখানকার অদ্বৈতাশ্রমে যেতেন। প্রত্যেকবারই তাঁর শুভ পদার্পণে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হতো। কলকাতায় ফিরে যাবার তিন-চারদিন পূর্বে একদিন সকালে শ্রীমা নিজের একখানি বাঁধানো আলোকচিত্র আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে অদ্বৈতাশ্রমে গেলেন। মন্দিরে ঢুকে শ্রীঠাকুরের প্রণাম সেরে নিয়ে তিনি পূর্বদিকের দেওয়ালে যে কুলুঙ্গি ছিল, ঐ কুলুঙ্গিতে আলোকচিত্রখানি রেখে দুটি ফুল দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তিনি কাপড়ের খুঁটে ফুল বেঁধে এনেছিলেন। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে, আশ্রমাধ্যক্ষ চন্দ্রমহারাজকে ডেকে বললেন, 'চন্দ্রবাবা এটিতে রোজ দুটি করে ফুল দিও।' দেখে-শুনে সবাই চমৎকৃত। সেদিন থেকে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীমায়ের পূজা প্রবর্তিত হয়।

চতুর্থ ঘটনার কাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীমা রাধুদিকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং বাড়ির উপরতলায় বাস করছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা রাধুদি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না, সে কারণে শ্রীমা এই নিরিবিলি বাড়িটি বেছে নিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতলায় প্রথম ঘরটি ছিল ঠাকুরঘর। এই ঘরের বেদীতে শ্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের এবং শ্রীস্বামীজীর এক একখানি ছোট ছবি ছিল। ঐ বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীমা প্রতিদিন ঐ তিনমূর্তির পূজা করতে থাকেন। শ্রীমায়ের জীবনের চমৎকার এই ঘটনা উপস্থিত ব্যক্তিদের যেমন, আজকের দিনেও এ ঘটনা শ্রোতাদের তেমনই মুগ্ধ করে। **মহামূল্য প্রতিকৃতি তিনখানি আলিপুর শ্রীসারদাশ্রমের মন্দিরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত।**

এ ধরনের পটে নিজে নিজেই পূজা করাতেই শ্রীমায়ের মহিমান্বিত কার্যকলাপ সীমিত ছিল না। বিচিত্র ও আনন্দদায়ক একটি ঘটনা স্মরণ করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শ্রীমা যেসময়ে 'উদ্বোধন' বাড়িতে বাস করছিলেন। একদিন ফটো স্টুডিও থেকে শ্রীমায়ের একখানি '১৫x১২' মাপের আলোকচিত্র আনা হয়। কেমন হয়েছে দেখবার জন্য ছবিটি মাকে দেওয়া হয়। আলোকচিত্রখানি মা দু'হাতে ধরে নিজের মাথায় ঠেকান। উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। অপ্রতিভ মা চিত্রখানি সেবকের হাতে ফেরৎ দেন। সেবক জিজ্ঞাসা করেন, 'ছবিখানি কার, মা?' তিনি বালিকার মতো বলেন, 'কেন, আমার?' এ উত্তর শুনে আবার হাসির রোল ওঠে। মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা হাসছ কেন?' সেবকের জবাব, 'তবে আপনি মাথায় ঠেকালেন যে।' অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি মা নিজেও হেসে ওঠেন এবং বলেন 'এরও ভেতর তো ঠাকুর আছেন।'

এসব দেখে শুনে আমাদের বুঝতে হবে যে পার্থিব মায়ের রূপের আড়ালে থেকে স্বয়ং জগন্মাতা আমাদের শিখিয়েছেন তাঁকে অতি আপনার-জন হিসাবে গ্রহণ করতে এবং 'মা ও সন্তানের' বিশুদ্ধ সম্বন্ধটি গড়ে তুলতে। সেইসঙ্গে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি শুধু মর্ত্যের মা নন, তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরী, তিনি আমাদের পূজার্হা, তিনি ধ্যানগম্যা। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমার আপনার, জগতের সকলের

মা। একটি জটিল সংসারের মধ্যে বসবাস করেও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উবে যাব টেরও পাবিনি।’ ঝটিকা দর্শনের মতো তাঁর দৈব ঐশ্বর্য দেখে ভক্তগণ হকচকিয়ে গিয়েছেন। মন শান্ত হতেই তাঁদের ধারণা হয়েছে এসব কিছু মায়ের অহেতুকী কৃপা বৈ ত নয়।

তিনি নিজেকে জগৎ কল্যাণে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কখনও কখনও উদ্বেলিত হৃদয়ে সন্তানদের বলতেন ‘বাবা জগতের হিত কর।’ এসবকিছু তাঁর মহিমা। তাঁর মহিমা অপার। তাঁর মহিমা বুঝতে হলেও একান্ত প্রয়োজন তাঁর আশীর্বাদ। তাঁর শ্রী চরণে বিনীত প্রার্থনা জানাই, ‘সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী তৎপ্রসাদৎ মহেশ্বরি।’

---

# শ্রীমতী চিন্ময়ী বসুর পত্র

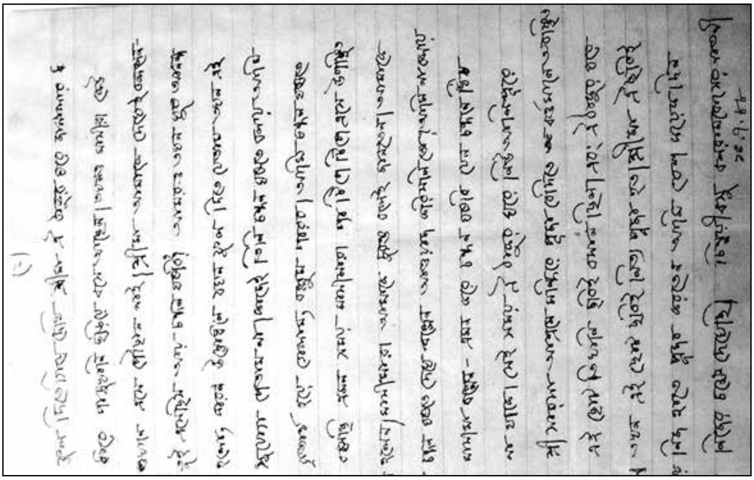

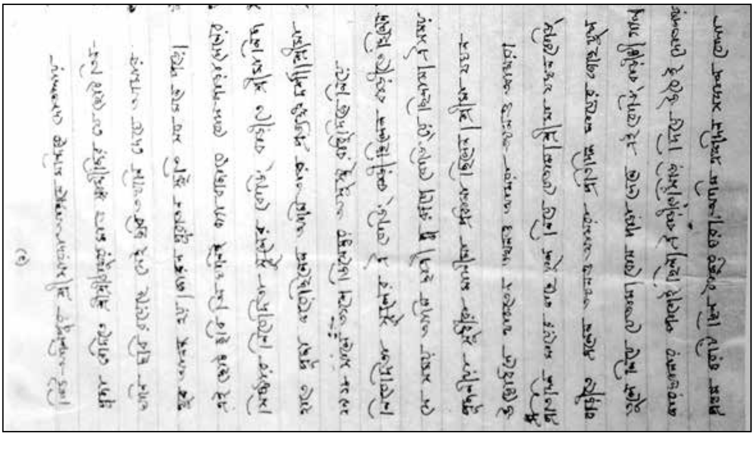

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমে মন্দিরে দোতলায় পূজা বেদিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজির যে ছোট তিনখানি ছবি রয়েছে সেই ছবি ৩ খানি দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। কারণ পুরাতন স্মৃতি সব মনে পড়ে। এই ছোট ছবি তিনখানিই বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের সিষ্টার নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং বাড়ীতে শ্রীমা নিজ হাতে পূজা করেছিলেন আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। শ্রীমা ১৯১৮ সালে ৩১শে ডিসেম্বর অসুস্থ রাধুদিকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুলের ঐ বোর্ডিং বাড়ীতে ছিলেন সে সময় আমি ছাত্রী রূপে বোর্ডিংয়ে ছিলাম। ঐ সময় পূজনীয়া সুধীরা মাসীমা প্রধানা ছিলেন। শ্রীমা যখন উদ্বোধনে থাকতেন তখনও আমরা প্রতিদিন মায়ের কাছে ফুল নিয়ে যেতাম। শ্রীমা যখন বোর্ডিং বাড়ীতে এলেন তখনও আমরা প্রতিদিন মায়ের কাছে ফুল তুলে নিয়ে যেতাম। বোস পাড়া লেনে এই বোর্ডিং বাড়ীটি গালা কারখানার পাশেই ছিল। ঐ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতলায় প্রথম ঘরটি ছিল ঠাকুরঘর। আমি একদিন সকালবেলা ফুল দিতে গিয়ে দেখি শ্রীমা ঐ ঠাকুরঘরে জানালার ধারে পা দুখানি ছড়িয়ে বসে আছেন। তখনও মাসীমা কেউ ওখানে এসে পৌঁছান নাই। শ্রীমা আমাকে দেখেই বললেন— 'তুই এসেছিস আয় চন্দন ঘষবি?' আমার তখন খুব আনন্দ হলো, কারণ উদ্বোধনে যখন ফুল দিতে যেতাম তখন এই সুযোগ পেতাম না। কাজেই তিনি চন্দন ঘষতে বলায় আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম, বল্লুম পারব। আমি চন্দন ঘষতে বসেছি এমন সময় মাসীমারা পা টিপে টিপে এসে উপস্থিত হলেন। মাসীমারা আমাকে দুরন্ত বলেই জানতেন। আমাকে চন্দন ঘষতে দেখে বল্লেন আওয়াজ করিসনি তো? আমি না বলায় মাসীরা বল্লেন— এমন করে চন্দন ঘষবি যেন চন্দনে খিঁচ না থাকে। সেই সময় ঐ ঠাকুর ঘরে নিউ আলিপুরে শ্রী সারদা আশ্রমে মন্দিরে পূজা বেদিতে বর্ত্তমানে অবস্থিত এই ছোট তিনখানি ছবিই বসান ছিল। এবং ঐ ঠাকুর ঘরে তখন এই ছোট ছবিই নিত্য পূজা হত। শ্রীমা ঐ ছবিই নিজ হাতে পূজা করতেন আমি বেশ কয়েকদিন নিজের চক্ষে দেখেছি।

চিন্ময়ী বসু, বলরাম বোসের নাতনী। ১৫.৭.৮৮

---

স্বামী বিবেকানন্দ দেশকে প্রবুদ্ধ করার মন্ত্রে বলেছেন, 'জাতীয় জীবনে চাই শিক্ষার বিস্তার'।

# শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়— **অতীত ও বর্তমান রূপ**

প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা

চলমান কালের জটিল আবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনই এক দুর্যোগপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে তমসাবৃত সমাজ-জীবনে চিরন্তন প্রাণের আলো জ্বালাতে ত্রিধারায় ধরার বুকে নেমে এলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। করুণাবতার ভগবান, পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকতার অন্ধকূপে নিমজ্জমান জাতিকে দেখালেন অমৃতলোকের পথ, নিজ শক্তি স্বরূপিণী সারদাদেবীকে দিলেন নারী শক্তিকে স্বরূপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ভার; আর বিশ্ব আলোড়নকারী বিশ্ব-বিবেককে দিলেন বিশ্বমানবকে জাগ্রত করার দায়।

জগন্মাতার ইচ্ছায়, স্বামীজীর আহ্বানে দেশের নারীসমাজের উন্নতিকল্পে তৎকালে কতিপয় নারীমনে জেগেছিল দুর্বার আকর্ষণ। এই আকর্ষণের টানেই সংসারের ভোগসুখ পদদলিত করে স্বামীজী প্রদর্শিত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দুই কৃপাধন্যা কন্যা পরমপূজ্যা মীরাদেবী ও বাণীদেবী। স্বামীজী পরিকল্পিত কর্মক্ষেত্রে জীবন যৌবনের সমগ্র সাধনা ঢেলে দিয়ে একটি শিক্ষামন্দিরকে বর্তমানের আদর্শ বিদ্যামন্দিরে উন্নীত করে মাতৃ ইচ্ছায় যথা সময়ে একান্তে সরে এসে মাতৃধ্যানে আত্মলীন করে দিয়েছিলেন মাতৃগতপ্রাণা এই দুই বজ্রকঠিন সন্ন্যাসিনী। ধ্যানের অতল গভীরে মগ্ন হলেও এই দুই শিক্ষাব্রতধারিণীর প্রাণের তন্ত্রীতে সর্বদা বেজে চলেছিল বিশ্ববিবেকের সেই সুস্পষ্ট নির্দেশ ''দেশকে জাগাতে চাই শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা।'' শিক্ষামন্ত্রে উদ্দীপ্তা ধ্যানোত্থিতা এই দুই সন্ন্যাসিনীর ধ্যানলব্ধ রূপের প্রকাশ এই ''শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়।''

এই প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথায় মনের মণি কোঠায় উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়েছে ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী কল্পতরু দিবসটির কথা। নিউআলিপুরের এন ব্লকে ৫৪৬ নং প্লটে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নিয়োগী মহাশয়ের বাড়ীর একতলার উত্তরপূর্ব কোণের ঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সাজিয়ে পূজার আসনে বসলেন মাসীমা (মীরাদেবী), আর ধ্যানের আসন নিলেন বাণীদি (বাণীদেবী)। দুই

আসনে দুই দেহ স্থির নিস্পন্দ। ধ্যানের প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র পরিমণ্ডলে, দুই আত্মা একাত্ম হয়ে ধ্যানের গভীরে করছেন মাতৃ আরাধনা। আর সেই দিব্য ভাবের দ্যোতনায় সকলেরই মন তখন হয়ে উঠছে অন্তর্মুখী। এই দিব্য ভাবময় পরিবেশে প্রথমে ভাবের পূজা সম্পন্ন করে সমগ্র মন প্রাণ ঢেলে মাসীমা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক পূজা। এ পূজা আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনার পূজা নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তরে আঁকা আছে এ পূজার দিব্য ভাবঘন আনন্দপূর্ণ পরিবেশ। পূজান্তে মাসীমা সকলকে একসাথে দেওয়ালেন পুষ্পাঞ্জলি। এই ভাবে একমন, একপ্রাণ, এক ভাবময় আবেশের মধ্যে মাতৃ আশীর্বাদ উপলব্ধি করে মাসীমা, বাণীদি এই দিনটিতে করলেন শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের শুভ প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

পরদিন ২রা জানুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি দিবসে শুরু হলো ছাত্রী ভর্ত্তির কাজ। প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী অমিতা ব্যাণার্জীকে শিশু শ্রেণীতে ভর্ত্তি করালেন মাসীমা, বাণীদি দুজনে মিলে। সেই দিনই ভর্ত্তি হলো শ্রীমতী শিবাণী ভট্টাচার্য্য, বনানী চ্যাটার্জী, সুস্মিতা মুখার্জী, কাজল রায় ও গোপা সোম। প্রথম দিনের ছাত্রী সংখ্যা এই ৬ জন। জানুয়ারী মাসে ভর্ত্তি হয়েছিল মোট ৩০ জন ছাত্রী। ২রা জানুয়ারী ছাত্রী ভর্ত্তির কাজ আরম্ভ হয়েছিল বলে ঐ দিনটিই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে প্রথমাবধি।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে অকুণ্ঠ সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর নিয়োগী মহাশয় বিনা ভাড়ায় তাঁর বসত বাড়ীর এক তলাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করার জন্য। প্রতিষ্ঠা দিবসের পর থেকে ১ বৎসর ৩ মাস বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হয়েছিল এই বাড়িতে। এ জন্য এই বিদ্যালয় চিরদিন ঋণী থাকবে এই মহানুভব দম্পতির কাছে।

বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কার্য শুরু হয় ৭ই জানুয়ারী। বিদ্যালয়ের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও আশ্রম অধ্যক্ষা শ্রদ্ধেয়া মীরাদেবী প্রবীণ বয়সে আবার সানন্দে গ্রহণ করলেন শিক্ষিকার গুরুদায়িত্ব। প্রথমা সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া বাণীদেবী ও শ্রীযুক্তা ঊষা দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় ভক্তগৃহ থেকে মাসীমা এনেছিলেন রাণুদি (শ্রীমতি বিজয়া সেন) ও সুলেখা বক্সীকে এবং আরো কয়েকজন মহিলা ভক্ত এই শিক্ষাদান কার্য্যে সাহায্য করেন।

বিদ্যালয়ের কার্য্য চালু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই প্রার্থনার (স্তবের) লাইনে মাসীমা (মীরা দেবী), বাণীদি (বাণীদেবী), ঊষাদি, শোভাদি, অনিলাদি ও আমরা সকলে দাঁড়াতাম এবং মেয়েদের সঙ্গে সমানভাবে সবাই স্তব গাইতাম। সে স্তবের সুর ছিল কত সুন্দর। মাসীমা, বাণীদি, ঊষাদি, অনিলাদি সকলে ভাল গাইতে পারতেন। তার মধ্যে মাসীমা ও ঊষাদির দরাজ গলার উদাত্ত সুরলহরী সর্বোপরি, মাসীমা, বাণীদির ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্যপূর্ণ এক ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি করত এই স্তবের লাইনে।

নিউ আলিপুরের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে ৮০/১ ল্যান্স ডাউন রোডের ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থিত শ্রীসারদা আশ্রম থেকে স্বর্গীয় হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের একটি PICK-UP-VAN কিছু দিন আশ্রমের শিক্ষিকা ও ছাত্রীগণকে নিউ আলিপুর পৌঁছিয়ে দিত। সে এক অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদন। মাসীমা, বাণীদির সঙ্গে এই আসা যাওয়ার কালে সকলে যেন মেতে উঠত উৎসব আনন্দে। ১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ নিয়োগী মহাশয়ের বাটির দোতলাটি ভাড়া নিয়ে ল্যান্স ডাউন রোড থেকে শ্রীসারদা আশ্রম উঠে আসে নিউ আলিপুরে। স্থানাভাবে এই সময় দোতলার বারান্দাতেও নেওয়া হতো ২/১টি ক্লাস।

সবে মাত্র স্কুল চালু হয়েছে; সাজ-সজ্জা বলতে তখন কিছুই নেই। মাত্র তিনখানি ঘর। প্রতি ঘরে ২/৩ টি করে ক্লাস চলছে। মাঝে মাঝে বারান্দাতেও ক্লাস বসত। বারান্দার একপাশে করণিকের অভাবে ঊষাদিই করতেন করণিকের কাজ। সিঁড়ির তলায় ছোট একটু জায়গা চট দিয়ে ঘিরে তখন হয়েছে শিক্ষিকার গৃহ (Teachers' Common Room)। **স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রধানা পরিদর্শিকা** (Chief Inspectress of Woman's Education) **স্বর্গতা মনোরমা বসু সেই সময় একদিন এলেন বিদ্যালয় পরিদর্শনে। তখন সবে মাত্র প্রার্থনা (স্তব) আরম্ভ হয়েছে। তিনি এসে ঐ স্তবের লাইনের কাছে দাঁড়ালেন। স্তব শুনে ও গাম্ভীয্যপূর্ণ এই ভাবময় পরিবেশটি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। মাসীমা, বাণীদির সঙ্গে কথা বলে ঊষাদির রাখা হিসেব ও খাতাপত্র দেখে তিনি এতই খুশি হলেন যে এই পরিদর্শনেই তিনি আড়ম্বরহীন এই ছোট্ট স্কুলটিকে স্বীকৃতি দিলেন। তবে লিখিতভাবে সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া গেল ১/৪/৫৮ তারিখে।**

বিদ্যালয় স্থাপনের কিছু পূর্বে, মাতৃকৃপায় ও মাসীমা, বাণীদির দৃঢ় ইচ্ছায় ভিক্ষালব্ধ অর্থে ১৪ কাঠার মত জমি কেনা হয়েছিল নিউ আলিপুরের 'ও' ব্লকে। পরবর্তীকালে আরও দু'বিঘারও কিছু বেশী জমি কিনে আশ্রম, স্কুল ও ছাত্রীভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জমি সংগ্রহের পর শুরু হলো বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণের কাজ। মাতৃচরণে সমর্পিত প্রাণ নিঃসম্বল ৫টি কন্যা মায়েরই নাম সম্বল করে ঝাঁপ দিলেন এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। মাতৃকৃপায় তখন সহায়িকারূপে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজুর কন্যা শ্রীমতি সুভদ্রা হাক্‌সার। টাকার জন্য একদিকে অফিসে অফিসে ঘুরছেন ঊষাদি ফাইলের স্তূপ বুকে নিয়ে আর একদিকে সুভদ্রাদি নানা ট্রাষ্ট ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নীরবে দান করে যাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে। তাঁর অতুলনীয় দানের কথা বলতে গিয়ে মাসীমা একদিন বলেছিলেন, "সুভদ্রা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সেবক সুরেশ মিত্রের স্থান গ্রহণ করেছে শ্রীসারদা আশ্রমে।" কাজ এগিয়ে চলে মাসীমা, বাণীদি ও ঊষাদির জীবনপাতী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ঊষাদি সারাদিন ঘোরেন, কখনও টাকার জন্য, কখন সিমেন্ট, লোহার জন্য নানান জায়গায়। আর মাসীমা, বাণীদি এন ব্লকের বাড়ী থেকে দুবেলা এসে ভিত

খোঁড়া থেকে তিনতলার গাঁথুনি পর্যন্ত সবকিছুর তদারকী করেন ঘুরে ঘুরে আর প্রতিটি ইঁটের গাঁতুনিতে যেন বীজমন্ত্র জপে দিয়ে যান তাঁদের আদর্শকে সফল করার জন্য এবং প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানান শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় এই বিদ্যামন্দিরে।

এই কার্য্যোপলক্ষ্যে মাসীমা একাধিক দিন বলেছেন, 'অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি, স্পষ্ট অনুভব করেছি, শ্রীশ্রীমা চাইছেন, এইটি হোক; তাই আজ এ স্কুল হয়েছে।' আবার বলেছেন, 'শ্রীশ্রীমা নিজে পূজা করে নিবেদিতা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ স্কুলের বেলায়ও দেখছি সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে।' **মা বলেছিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েদের বড় দুঃখ মা, তোমরা কেবল তাদের চোখটা ফুটিয়ে দাও।"** 'এটি মায়ের আদেশ, তাইতো আবার এই প্রাণপাতি সংগ্রাম।'

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৬৫ সালের বাণীদির বিশেষ উক্তিটি। এই সময় খুবই **অসুস্থ অবস্থার কথা প্রসঙ্গে বাণীদি একদিন বলেছিলেন, "আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, আমার যা হয় হোক তবু যে আদর্শের জন্য প্রাণপাত করলাম তা যেন সার্থক হয়। তাই বোধহয় আজ দেহের এই অবস্থা। দেখ, কোন একটা বড় জিনিস গড়ে তুলতে হলে দু-একটা জীবন শেষ করে দিতে হয়। না হলে কোন বড় জিনিস গড়ে উঠতে পারে না।"** কথাগুলো মনে করিয়ে দেয় দধীচি মুনির অস্থি প্রদানের কথা। বাণীদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— 'কি আপনাদের আদর্শ?' শারীরিক অসুস্থতা ভুলে গিয়ে বাণীদি তৎক্ষণাৎ উঠে বসে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন, **"প্রাচ্যের আদর্শ পরিপূর্ণ বজায় রেখে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা মেয়েদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনে কর্মের আদর্শ, এ আদর্শ যেন বজায় থাকে এবং এ আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের কাজ যেন পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।** এই প্রার্থনাই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে জানাচ্ছি অবিরত।" কথা ক'টি শুনে মনে হল, জীবনের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর আদর্শে যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই আদর্শের জন্য এঁরা সারাজীবন সংগ্রাম করে চলেছেন অবিচ্ছিন্নভাবে। **শুধু এই একটি মাত্র বিদ্যালয়ের জন্য নয় অপর একটি বিদ্যালয়ের (শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদপূত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) গঠন কার্য্যের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় দান করে সেখানে রেখে এসেছেন তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। আজ এই জীবন সায়াহ্নে অন্তর্যামী দেবতার কাছে জীবনের বিনিময়ে চাইছেন সেই আদর্শেরই জয়।** কি অবিচল সুগভীর এঁদের আদর্শ নিষ্ঠা।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে সময়ের তালে পা ফেলে এসে গেল ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগষ্ট— স্বাধীনতা দিবস। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ তখন বেশ কিছুটা অগ্রসর হলেও নীচের হলঘরটির ছাদ তখনও ঢালাই হয়নি এবং মেঝে ছিল কাঁচা। মাসীমা, বাণীদি ঐ হলঘরটিকেই বেছে নিলেন স্বাধীনতা দিবস পালনের ক্ষেত্ররূপে কারণ বিদ্যালয়ের মাঠের জমি তখনও আশ্রমের অধিকারে আসেনি। ১৫ই আগষ্ট প্রাতঃকালে মাসীমা, বাণীদি দু'জনে মিলে পরম উৎসাহে পতাকা উত্তোলন

করেন। প্রথম পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করে এক উজ্জ্বল আনন্দময় পরিবেশের। এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী সরকার। **পতাকা উত্তোলন কালে মাসীমা বলেছিলেন, "তোমরা জেনে রেখো, আজ আমি শুধু স্বাধীনতার পতাকা তুলিনি, শ্রীশ্রীমাকে সামনে বসিয়ে মায়ের ইচ্ছানুসারে মায়ের হয়ে আমি সমগ্র নারীজাতির স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিলাম। তোমরা কিন্তু এ পতাকাকে কখনও অবমাননা কোরোনা। নারীজাতির স্বাধীনতা ও মর্যাদা যেন লাঞ্ছিত না হয়। এজন্য নারীজাতিকেও অবশ্য তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মেয়েদের চালচলন, পোষাকপরিচ্ছদ, এমন হবে যে সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সকলে তাদের সমীহ করে চলবে।"**

আশ্রম প্রসঙ্গে বাণীদি একদিন বলেছিলেন, "পবিত্রতার আদর্শ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে। পবিত্রতা কি, তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। পবিত্রতাকে আদর্শ করে চলতে হবে, সত্যকে ধরে থাকতে হবে, আর নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। যে মেয়ে, পবিত্রতাকে আদর্শ করে চলবে, সত্যকে ধরে থাকবে এবং নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপরই থাকবে।" মাসীমা, বাণীদির চলার পথের নীতি-পবিত্রতা, সত্য ও নারীর স্বাতন্ত্র্য এই প্রতিষ্ঠানে বজায় রাখার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল একটি বিশেষ সংবিধান রচনার। **এই সংবিধান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয় ও সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। এ কার্য্যে সহায়তার জন্য এগিয়ে এলেন, স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন প্রধানা পরিদর্শিকা এবং লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয়া সুনীতিবালা গুপ্তা।** তিনি ছিলেন তখন শ্রীসারদা আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতির সভানেত্রী। তাঁর সুগভীর চিন্তা ও বিচক্ষণতায় রচিত হলো একটি বিশেষ সংবিধানের খসড়া।

**এ দিকে নির্ম্মিয়মান বিদ্যালয়। ভবনের কাজ কিছুটা কার্য্যোপযোগী অবস্থায় আসায় ১৯৫৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথি দিবসে বিদ্যালয় ভবনে গৃহপ্রবেশ ও গৃহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ দিন সকালে শ্রদ্ধেয়া ডঃ রমা চৌধুরীর সঙ্গে নতুন বাড়ীতে আসার সময় মাসীমা চোখের জলে সিক্ত হয়ে রমাদিকে বলেছিলেন— "তোমরা সকলে বল, শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।" গৃহপ্রবেশের দিন সকলের কল্যাণার্থে যাগ-যজ্ঞ, পূজা-হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। চারজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত গৃহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য এবং ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা কার্য্য সম্পন্ন করেন।** দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরদুটিতে এই সকল পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিদ্যালয়টি ১/৪/৫৮ তারিখে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। পরের দিন ২/৪/৫৮ তারিখে বিদ্যালয় নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ দিন হতেই এই ভবনে শিক্ষাদান কার্য্য চলতে থাকে। বিদ্যালয় কার্য্য নূতন ভবনে চালু হবার কিছুদিন পূর্ব হতেই মাসীমা, বাণীদি এই নূতন বাড়ীর একতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে বাস করছিলেন সব কিছু দেখাশোনার সুবিধার জন্য। ১৯৫৮ সালের ২০শে মে, ২রা বৈশাখ আশ্রম ও ছাত্রীভবন নিয়োগী মহাশয়ের বাড়ী থেকে সম্পূর্ণভাবে উঠে আসে এই নূতন বাড়ীতে। তিনতলার ছাত্রীভবনের ২৪নং ঘরটি ঠাকুরঘর রূপে সজ্জিত হয়।

২৭ নং ঘরটি মাসীমা, বাণীদির বাসগৃহ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। এই ২৭ নং ঘরেই মাসীমা, বাণীদি বাস করে গিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

**বিদ্যালয় ভবনের প্রতিষ্ঠা ও গৃহ প্রবেশের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব পালিত হয় ১৯৫৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে। এইসঙ্গে তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মমহোৎসব পালিত হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন তদানীন্তন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং সভায় পৌরহিত্য করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীসারদা আশ্রম এবং শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ও মনোজ্ঞ লিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।**

মাতৃকৃপায় বিদ্যালয়টি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে ও ১/৬/৬১ তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ১/১/৬৩ তারিখ হতে বহুমুখী বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়। শিক্ষাজগতে ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে ১৯৭৭ সাল থেকে এ বিদ্যালয় আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এবং পরবর্তীকালে ২০১২ সাল থেকে শ্রীমতী সংঘমিত্রা ঘোষের পরিচালনায় উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ (West Bengal Council of Higher Secondary Education) চালু হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরাজি মাধ্যমেরও শিক্ষা দান করা হয়।

মীরাদেবীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শিতা ও অবিচল আদর্শ নিষ্ঠা এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল বলেই শত বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানটি (শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবন) আজ নিজ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীযুক্তা মীরাদেবী, বাণীদেবী ও তাঁদের সহকর্মীগণের আজীবন সংগ্রাম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজকের শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়।

সুদীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে তাঁদের উত্তরসূরী শ্রীসারদা আশ্রমের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ স্বামীজীর সমাজ কল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের কাজকে জীবনব্রত করেছেন। তাঁদের ব্রত যে সফল তার প্রমাণ শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ। **যে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষায় সকলেই**

**প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ, মেধা তালিকায় একাদশ স্থান অধিকার, কলকাতা জেলায় প্রথমই হয় না, — হয় বিনয়ী, শ্রদ্ধাশীলা, ভারতীয় সংস্কৃতিমনস্কা, জীবনে সফল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যাগণ প্রত্যেকেই সম আদর্শের অনুগামী ও রূপায়ণে সদা ব্যস্ত বলেই আশ্রমিকাগণের পক্ষে আদর্শ রূপায়ণে সফল হওয়া সম্ভব হয়েছে। সমাজের আদর্শ মেয়ে তৈরীর জন্যই এই শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং তার সফল রূপায়ণই শ্রীসারদা আশ্রমের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণের জীবনব্রত।**

৬৫ বছরের সাধন-পূত এই বিদ্যালয় অঙ্গনে মহাসরস্বতী স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা স্বরূপে আবির্ভূতা হয়ে এ উৎসব আয়োজনকে সার্থক করে তুলুন এবং বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের আদর্শ রক্ষার ও সুনাম বৃদ্ধির শক্তি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করুন এই প্রার্থনাই আজ সমবেতভাবে জানাই আমরা সর্বংসহা জ্ঞানদায়িনী মা সারদার অভয় চরণে।

---

# শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রদ্ধেয়া মীরাদেবী স্মরণে

শ্রীসারদা আশ্রমের মীরাদেবী, আমাদের সকলের প্রিয় 'মাসীমা', এসেছিলেন নারী প্রগতি ও নারীকল্যাণব্রত সাধনে। সিলেটের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ডোরাগ্রামে বাংলা ১২৯৮ সালের ১৫ই ভাদ্র সাধিকা মীরাদেবীর জন্ম। পিতা ঁকামিণীকুমার চৌধুরী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, সমাজপতি ও গণ্যমান্য ব্যক্তি কিন্তু মানুষের প্রতি দরদী ও সমাজকল্যাণে ব্রতী। মাতা শ্যামাসুন্দরী তেজস্বিনী, ভক্তিপরায়ণা ও উদারহৃদয়া রমণী ছিলেন। পারিবারিক তিনটি গুণ তেজস্বিতা, স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সঙ্গীতপ্রিয়তা তিনি পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলেন, কিন্তু এছাড়াও তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, ছিল তাঁর পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব। ন্যায় ও সত্যরক্ষার জন্য তিনি ছিলেন অতি কঠিন। আবার অপরদিকে তাঁর মনটি ছিল অতি নরম, তাঁর মাতৃহৃদয় সকলের জন্য স্নেহময় ছিল, সেখানে ধনী-নির্ধন কোনো ভেদাভেদ ছিলনা।

মীরাদেবী উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ পাননি। কিন্তু নিজ অধ্যবসায়ে বাংলা ও সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'সংস্কৃত কিশলয়' কয়েকটি স্কুলের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কবিতা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হয়ে আছে।

মীরাদেবীর বড় বোন চপলাদেবী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি দিদির কাছ থেকে ঠাকুরের কথামৃত ও বিবেকানন্দ রচনাবলী সংগ্রহ করে পাঠ করেন এবং নিজে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করে জীবনআদর্শ স্থির করেন। 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থ দুটি তাঁর জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর আদর্শ শিরোধার্য করে মাত্র ২২ বছর বয়সে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় কোলকাতায় চলে আসেন। ঐ সময় বাগবাজার বোসপাড়ায় স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় সিস্টার নিবেদিতা মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করেন, সিস্টার ক্রিশ্চিন পরে এসে ঐ স্কুলে যোগ দেন। সুধীরাদেবী প্রথম ভারতীয় নারী যিনি স্বামীজীর আদর্শ নারীশিক্ষা ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং ঐ স্কুলে যোগ দেন। মীরাদেবী এসে ঐ বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিছুকাল বাড়ী ভাড়া করে অন্যত্র থাকার পর তিনি স্থায়ীভাবে ঐ স্কুলে চলে আসেন এবং সিস্টার ক্রিশ্চিন কিছুদিনের জন্য স্বদেশে চলে যাবার পর সুধীরাদেবী যখন স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত হন তখন মীরাদেবী তাঁর সহায়করূপে কার্য করতে থাকেন।

বিদ্যালয়ে কাজের অবসরে তিনি সুধীরাদেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যেতেন। শ্রীশ্রীমা যখন রাধুদিদিকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুলে কিছুদিন বাস করেছিলেন তখন

মীরাদেবীর নিজস্ব শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পট তিনটি শ্রীশ্রীমা কৃপা করে স্বয়ং পূজা করে ভোগ নিবেদন করেছিলেন। আজও নিউ আলিপুরের শ্রীসারদা আশ্রম-মন্দিরে সেই পট তিনটি নিত্যপূজিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীমাকে সেবা করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল।

**দীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন এবং পরে বিদ্যালয় পরিচালনার সকল দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করেন। বহিরাগত ছাত্রীদের বাসের জন্য 'শ্রীসারদা মন্দির' সুধীরাদেবী তৈরী করেন। মীরাদেবীর পরিচালনায় বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় ও ছাত্রীভবনও সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে।** এই বিদ্যালয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনের সময় থেকে মেয়েদের সূচীশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকর্মে শিক্ষা দান।

কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা অনুরূপ আদর্শ রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম শুরু হল, অবশেষে ১৯৪৬ সালে মীরাদেবী কয়েকজন পুরাতন ছাত্রীদের সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে এলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মনে করে অবশেষে ১৯৫১ সালে ল্যান্সডাউন রোডে 'শ্রীসারদা আশ্রমে'র কার্যভার গ্রহণ করলেন। সেই সময় কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রীকে আশ্রম সংলগ্ন ছাত্রীভবনে রেখে তাদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতির দিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। শেষ পর্যন্ত মীরাদেবী এবং বাণীদেবীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫৬ সালে নিউ আলিপুর 'ও' ব্লকে আশ্রমের নিজস্ব বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবনের জন্য জমি কেনা হলো এবং বিদ্যালয় এবং ছাত্রীভবনের বাড়ী তৈরীর কাজও শুরু হল। ১৯৫৭ সালে নিউ আলিপুরের শ্রীচন্দ্রশেখর নিয়োগীর বাড়ীতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো আর ১৯৫৮ সাল থেকে বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো। মীরাদেবী এবং বাণীদেবীর একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও সুদক্ষ পরিচালনায় সেদিনকার ছোট চারাগাছটি আজ পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে দক্ষিণ কোলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি আদর্শ ও উচ্চমানের বিদ্যালয় রূপে সর্ব্বজন পরিচিতি লাভ করেছে। শ্রীসারদা আশ্রম ও শ্রীসারদা আশ্রম বিদ্যালয়টির সুষ্ঠু রূপায়ণে তাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা ঊষাদেবী, অনিলাদেবী ও শোভাদেবী।

**শেষদিন পর্যন্ত তিনি বয়সে প্রবীণ হয়েও ছিলেন নবীন। মেয়েদের স্থবিরতা তাঁর অপছন্দ ছিল। উৎসাহ দিতেন যাতে মেয়েরা সকল জড়তা কাটিয়ে সংসার ও বাহির বিশ্বের সকল কাজে এগিয়ে আসুক এবং স্বনির্ভর হয়ে মেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করুক।** বার্দ্ধক্য সকল মানুষকেই আক্রমণ করে। আমাদের মাসীমাও ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়েন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ছিল প্রাণবন্ততা ও সজীবতা। দুর্গাপূজার মধ্যেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্বাদশীর সন্ধ্যায় অস্ফুটে মাতৃনাম জপ করতে করতে তাঁর চির ঈপ্সিত মাতৃপদে প্রস্থান করেন।

---

# শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রদ্ধেয়া বাণীদেবীর স্মরণে

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা এসেছিলেন জগতের কল্যাণ সাধনে। যুগের প্রয়োজনে নারীপুরুষ সকলের মঙ্গলার্থে তাঁর আগমন, তবে বিশেষভাবে স্মরণীয় তিনি নারীপ্রগতির অগ্রদূত। মায়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারপাশে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন সাধিকা যাঁরা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জ্ঞান ও শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করে নিজেদের স্মরণীয় করে রেখেছেন। শ্রীসারদা আশ্রমের শ্রীযুক্তা বাণীদেবী আমাদের সকলের পূজ্য ও প্রিয়, বাণীদি ছিলেন এমনই একজন নারী। ১৯০৩ সালের (৩রা শ্রাবণ) উত্তর কোলকাতার স্টার লেনে বাণীদেবীর জন্ম। পিতা শ্রীরাখালকৃষ্ণ ঘোষ, রাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের দৌহিত্রপুত্র, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। মাতা শ্রীযুক্তা প্রমীলাদেবী তখনকার দিনে এনট্রান্স পাস।

খুব অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে বাণীদেবী মাতুলালয়ে মানুষ হন। বড়মামা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ছোটমাসী সুধীরা দেবী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনের সহকর্মী ছিলেন। মাতৃহারা শিশু অতি অল্পবয়স থেকেই ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হন। বিশেষ করে ছোট মাসী সুধীরাদেবী তাঁকে এক স্বতন্ত্রভাবে মানুষ করেন। নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিশ্চিন বিবেকানন্দের আদর্শে ভারতীয় নারীর শিক্ষা, আত্মোন্নতি ও সেবার জন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করছিলেন, সুধীরাদেবীও এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং সেই কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বাণীদেবী মাত্র চার বছর বয়সে ছোটমাসীর সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। মাঝে মাঝে সুধীরাদেবীর সঙ্গে নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিনের কাছে বাস করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়।

এগারো বছর বয়স থেকে তাঁর ছোটমাসীর সঙ্গে বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করার সুযোগ হয়, কারণ নিবেদিতা ক্রিশ্চিনের অবর্তমানে সুধীরাদেবীই নিবেদিতার স্কুলের ভারপ্রাপ্তা হন ও পরিচালনা করতে থাকেন। ঐসময় বাণীদেবীর উপর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার এসে পড়ে, ঐগুলি তিনি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতেন। তাঁকে সকলে 'গদাই' নামে ডাকতেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, বেথুন কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট এবং পরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েও অসুবিধার কারণে প্রাইভেটে বি.এ পাস করেন।

১৯১৭ সালে ১৪ বছর বয়সে বাণীদেবীর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা লাভ হয়। আশৈশব তিনি শ্রীশ্রীমা, যোগীন মা, গোলাপ মা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী

সন্তানদের স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় তাঁর সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়ে বাণীদেবীর জীবন ধন্য হয়। ১৯৫৪ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি দিবসে বিরজাহোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যদিও তিনি সন্ন্যাসের কোনো বাহ্যচিহ্ন ধারণ করেননি। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী, ত্যাগ ব্রতী।

**বাণীদেবী ছাত্রী অবস্থায়ই শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। সুধীরাদেবীর প্রয়াণের পরে শ্রীযুক্তা মীরাদেবী যখন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রধানা শিক্ষিকার কার্য নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। বিদ্যাদান ও দেবপূজা তিনি সমতুল্য জ্ঞান করতেন, এই বিদ্যালয়টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন।** কিন্তু মঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় নিবেদিতা স্কুল থেকে চলে এসে মীরাদেবীর সঙ্গে একত্রে ল্যান্সডাউন রোডে 'শ্রীসারদা আশ্রমে'র কর্মভার গ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রীও এসে যোগ দেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মনে করে নানা জায়গায় যেখান থেকে আহ্বান আসতো শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করতেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ল্যান্সডাউন রোডের আশ্রম পরিচালনা করেন। এখানে অনেক স্ত্রী-পুরুষ ভক্তমণ্ডলী সমবেত হতেন। বাণীদেবী এবং মীরাদেবী চেয়েছিলেন নারীর সার্বিক উন্নতি এবং মঙ্গল, তাই আশ্রম-সংলগ্ন ছাত্রী নিবাসে কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রীদের রেখে তাদের সকল ভার গ্রহণ করেন।

মীরাদেবী ও বাণীদেবী মেয়েদের একটি আদর্শ বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাসের অভাব অনুভব করতে থাকেন। অবশেষে দক্ষিণ কলিকাতার নিউ আলিপুর 'ও' ব্লকে একটি জমি পাওয়া গেল। তাঁদের প্রতিকৃতিসহ শ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের একটি সুন্দর পূজাগৃহে আসন তৈরী হলো। শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গল ইচ্ছায় বিদ্যালয় ও ছাত্রীভবন নির্মিত হল এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিদ্যালয়টি উচ্চবিদ্যালয়রূপে সরকারের অনুমোদিত হল। আজ শত শত নারী ঐ মন্দিরে এসে নিজেদের নিত্য প্রার্থনা, ধ্যান ও পূজাদি করেন। বিদ্যালয়টিও দক্ষিণ কলিকাতায় তার সাফল্যের জন্য সুনাম অর্জন করেছে।

**বাণীদেবীর কর্মকুশলতা, অপরিসীম ধৈর্য এবং চিন্তাশীল মনের সুপরিচালনায় বিদ্যালয়টি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যশ লাভ করে। শ্রীসারদা আশ্রম ও বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় এবং অত্যাধিক পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষে এই অমূল্য জীবন ১৯৬৫ সালের ২৫শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে চিরবিশ্রাম নেয়।**

---

# বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের উদ্দেশ্যে মীরাদেবীর পথ নির্দেশ

বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভের প্রথম দিনে শিক্ষিকাগণের নিকট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা মীরাদেবী প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষিকাগণের কর্তব্য সম্বন্ধে চিরস্মরণীয় পথ নির্দেশ দেন।

৭-১-১৯৫৭

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

'আজ আমরা যে কাজে অগ্রসর হচ্ছি, তা হচ্ছে ইষ্টলাভের উপায়। গোলাপ-মা (শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গিনী) বলতেন, "কুমারীর মধ্যেই জগন্মাতার বেশী প্রকাশ।" এই জন্যই দুর্গাপূজার সময় অনেক স্থানে কুমারী পূজা হয়ে থাকে। তাই মেয়েদের ভগবতী জ্ঞানে পাঠদানের মধ্যে দিয়ে সেবা করা সেই জগন্মাতারই সেবা-পূজা করছো মনে করে, খুব স্থির হয়ে ঠান্ডা মেজাজে তাদের পড়াবে। তোমরা, তাদের পড়িয়ে খুব একটা বড় কাজ করছো একথা কখনও মনে কোরো না। তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) কাজ কখনও পড়ে থাকে না। স্বামীজী বলতেন, তিনি (ঈশ্বর) ইচ্ছা করলে এক মুঠো ধূলো থেকে শত শত বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন। কাজেই এদের সেবার সুযোগ পেয়ে তোমরা ধন্য হচ্ছো এটাই সব সময় মনে রাখবে। স্বয়ং ভগবান, গীতায় বলেছেন, নিষ্কামকর্ম ভগবান লাভের একটা বিশেষ পথ। সুতরাং এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারলে আমাদের ইষ্টলাভের পথ সুগম হবে। দান তিন প্রকার, —অন্নদান, বিদ্যাদান, জ্ঞানদান। জ্ঞানদান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান। অবতার পুরুষ এবং বিশেষ শক্তি সম্পন্ন মহামানবেরা অবতীর্ণ হন ধরার মানবকে জ্ঞান দানের জন্য। এ যুগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানেরা এসেছিলেন মানুষকে জ্ঞান দানের জন্য। বিদ্যা দানই মধ্যম প্রকারের দান, এইটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। গ্রহীতা না থাকলে দান করা যায় না। সেজন্য দানের সুযোগ পাওয়াও কম কথা নয়। তোমাদের আদর্শ হবে শ্রীশ্রীমা, সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিশ্চিন এবং সুধীরাদির জীবন এবং তাদের কাজ। শ্রীশ্রীমাকে মাথার উপর রেখে, সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিশ্চিন এবং সুধীরাদির আদর্শকে অনুসরণ করে তোমরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলবে। তোমাদের কর্ম বিদ্যা দান। সাক্ষাৎ ভগবতীর সেবা মনে করে এই কর্মকে গ্রহণ করলে নিশ্চয় এই কর্ম নিষ্কাম কর্ম হ'য়ে তোমাদের ইষ্টলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করে নিবেদিতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ স্কুল করার ব্যাপারে বহুরকমের পরীক্ষা করে দেখেছি, স্পষ্ট অনুভব করেছি, শ্রীশ্রীমা চাইছেন এইটি হোক, —তাই আজ এই স্কুল। এই স্কুল সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, সেজন্য মায়ের পূজা করছ মনে করে তোমরা সকলে আজ থেকে এ কাজে ব্রতী হও।'

# বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাণীদেবীর মন্ত্রসম উক্তি

প্রথম দিনের ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে কোমলমতি নবীনা ছাত্রীদিগের নিকট 'বিদ্যালয়' অর্থে কি বোঝায় এবং বিদ্যালাভের সহজ উপায় সম্বন্ধে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা বাণীদেবীর কয়েকটি কথা :

৭-১-১৯৫৭
বেলা ১১টা ২০ মিনিট

'স্কুল' অর্থ কি জান? 'স্কুল' মানে হচ্ছে বিদ্যামন্দির। মন্দিরে যেমন ঠাকুরের পূজার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্ত এবং স্থির হয়ে করতে হয় এখানেও তেমনি শান্ত ও স্থির হয়ে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়াশুনা করতে হবে। ঠাকুরের কাজে যেমন কোন ফাঁকি দিলে ঠাকুর রাগ করেন, পড়াশুনার কাজেও ফাঁকি দিলে সরস্বতী দেবী অসন্তুষ্ট হন। আর সর্ব্বদাই কথা কম বলবে। যা বুঝতে পারবে না দিদিমণিদের জিজ্ঞেস করবে তাঁরা সব তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন।

---

# ১৯৪৪ ইং থেকে ১৯৫৮ ইং পর্যায়ক্রমে পটভূমি পরিবর্তনের তালিকা

| সাল | নাম | দায়িত্ব প্রাপ্ত | স্থান |
|---|---|---|---|
| ১৯৪৪ ইং | শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী ছাত্রী নিবাস (প্রথম নাম) | সভানেত্রী— শ্রী শতদল ঘোষ<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রী শিবানী চক্রবর্তী<br>সম্পাদিকা— শ্রী সুধাময়ী সেনগুপ্তা<br>সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা— শ্রীমতী আশারাণী মুখোপাধ্যায় | ১৯ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৪৫ ইং | শ্রী সারদা মহিলা আশ্রম (দ্বিতীয় নাম) | সভানেত্রী— শ্রী শতদল ঘোষ<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রী শিবানী চক্রবর্তী<br>সম্পাদিকা— শ্রী সুধাময়ী সেনগুপ্তা<br>সহ-সম্পাদিকা— শ্রী আশারাণী মুখোপাধ্যায় | ১৯ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৪৭ ইং | শ্রী সারদা মহিলা আশ্রম | সভানেত্রী— শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রী শতদল ঘোষ ও শ্রী শিবানী চক্রবর্তী<br>সম্পাদিকা— শ্রী আশারাণী দেবী | ১৯ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৪৮ ইং | শ্রী সারদা আশ্রম (তৃতীয় নাম) | সভানেত্রী— শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রী শতদল ঘোষ ও শ্রী শিবানী চক্রবর্তী<br>সম্পাদিকা— শ্রীমতী আশাদেবী | ৮০/১ এ, ল্যান্স ডাউন স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৫২ ইং | শ্রী সারদা আশ্রম | সভানেত্রী— শ্রী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রী শতদল ঘোষ ও শ্রী শিবানী চক্রবর্তী<br>সম্পাদিকা— শ্রীযুক্তা বাণী দেবী | ৮০/১ এ, ল্যান্স ডাউন স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৫৪ ইং | শ্রী সারদা আশ্রম | সভানেত্রী— শ্রীমতী সুনীতি বালা<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার<br>সম্পাদিকা— শ্রীমতী বাণী দেবী<br>সহ-সম্পাদিকা— শ্রীমতী ঊষা দেবী | ৮০/১ এ, ল্যান্স ডাউন স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৫৬ ইং | শ্রী সারদা আশ্রম | সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্‌সার<br>সম্পাদিকা— শ্রীযুক্তা বাণী দেবী<br>সহ-সম্পাদিকা— শ্রীযুক্তা ঊষা দেবী | ৮০/১ এ, ল্যান্স ডাউন স্ট্রীট, কলকাতা |
| ১৯৫৮ ইং | শ্রী সারদা আশ্রম | সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা<br>সহ-সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্‌সার<br>সম্পাদিকা— শ্রীযুক্তা বাণী দেবী<br>সহ-সম্পাদিকা— শ্রীযুক্তা ঊষা দেবী | পি-৬১৫, ব্লক 'ও', নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৫৩ |

# অ্যালবাম : আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কয়েকটি দুর্লভ ছবি

দশম সঙ্ঘগুরু ও বেলুড় মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ, ৮ই পৌষ ১৩৮৪ সাল, শুক্রবার সকাল ৮টা ৫৬ মিনিটের পূর্ব্বে শ্রীশ্রী মাতৃমন্দিরের শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশরত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও স্বামী হিতানন্দজী মহারাজ

সিংহাসনোপরি পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজির প্রতিকৃতি স্থাপন

আশ্রম প্রাঙ্গণে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

আশ্রমের নাটমন্দিরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

আশ্রম প্রাঙ্গণে মন্দির প্রতিষ্ঠাকালীন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা ও মঞ্জু দেবী

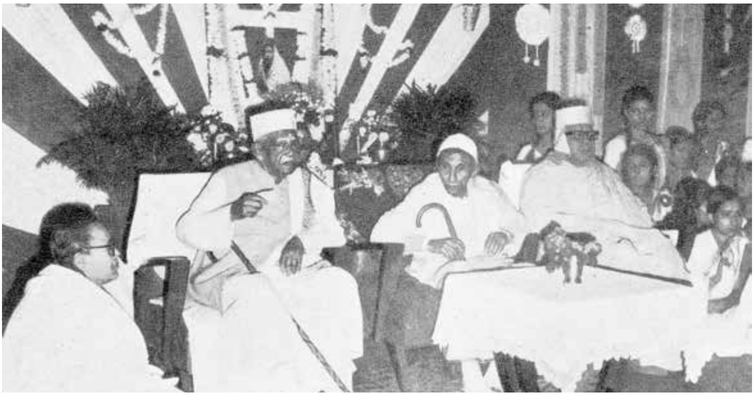

সভামঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ দিক থেকে) শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ

সভায় উপস্থিত অন্যান্য মহারাজগণ ও দর্শকবৃন্দের একাংশ

১৯৫৯। তদানীন্তন মেয়র ডা. ত্রিগুনা সেন কর্তৃক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুনীতি বালা গুপ্তা ও প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা বাণী দেবী

১৯৮২। আশ্রমের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পান্ডে, তাঁর স্ত্রী, পরম পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও উপেন মহারাজ

আশ্রমের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ভৈরবদত্ত পান্ডে

আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবে বক্তৃতা দিচ্ছেন অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, পাশে বসে
পরম পূজ্যপাদ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী মহারাজ

আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়),
ড. রমা চৌধুরী ও বন্দিতা ভট্টাচার্য (চতুর্থ ও পঞ্চম)

আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) স্বামী সুপর্ণানন্দজী,
প্রভানন্দজী মহারাজ ও লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী মহারাজ (সুকুমার মহারাজ)

আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত
স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ

আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীমৎ স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ

আশ্রম প্রাঙ্গণে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ও প্রব্রাজিকা দিব্যপ্রাণা

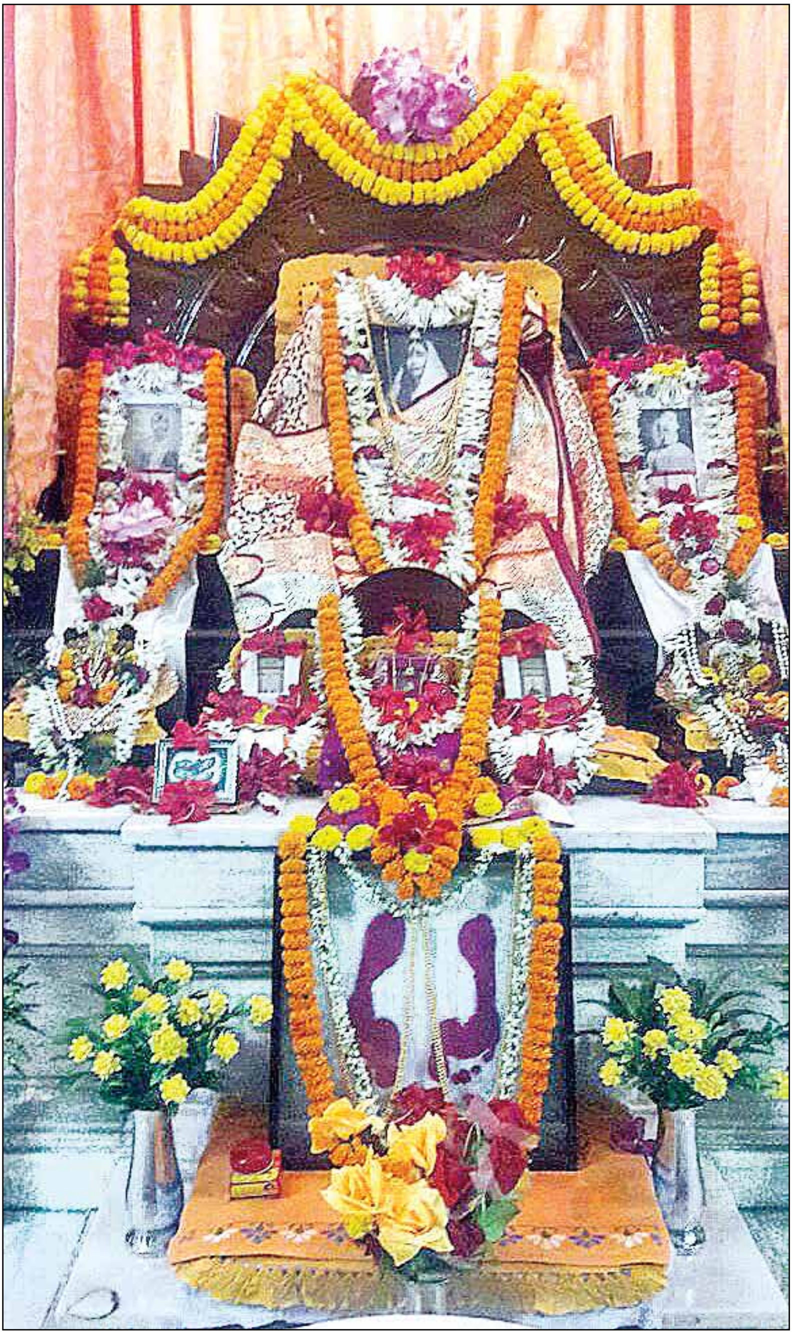

গর্ভগৃহ

সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে, কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি কুযোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব আসে, তিনিই তার ভিতর দিয়ে কার্য করেন। নরেনের কি সাধ্য। তিনি তার ভিতর দিয়ে সব করলেন বলে ত নরেন সব করতে পেরেছিল?

ঠাকুর যেটি করবেন তাঁর তা ঠিক করা আছে। তবে ঠিক ঠিক যদি কেউ ওঁর উপর ভার দেয় উনি তা ঠিক করে দেবেন। সব সয়ে যেতে হবে। কারণ কর্মানুসারে সব যোগাযোগ হয়। আবার কর্মের দ্বারা কর্মের খণ্ডন হয়।

— শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃ ৪৪

আমি বিশ্বাস করি যে, কেউ কিছু পাওয়ার উপযুক্ত হলে জগতের কোন শক্তিই তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

— স্বামী বিবেকানন্দ